বাচামারার বাহাছ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা
হাদিয়ে জামান সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ্
শাহ্ সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন
কর্ত্তৃক
বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪১১ সাল)

বাচামারার বাহাছ

বঙ্গের আউলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা
হাদিয়ে জামান সু-প্রসিদ্ধ পীর শাহ্ সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা—

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, ফকিহ্
শাহ্ সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও

তদীয় পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন
কর্ত্তৃক

বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

(তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪১১ সাল)

মুদ্রণ মূল্য—২৫ টাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين ٭

বাচামারার বাহাছ

(বশিরহাট ২৪ পরগণার হাজী মছিউদ্দিন কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

সন ১৩৪১ সালের ৩রা আষাঢ় তারিখে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বাচামারা জুনিয়ার মাদ্রাছাতে একটি বাহাছ সভার অধিবেশন হইয়াছিল; তথায় অনুমান সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল; সুদখোরের দাওয়াত কবুল করা জায়েজ হওয়া, না হওয়া মীমাংসা করার জন্য এই সভা আহ্বান করা হইয়াছিল। তথায় দপ্তিয়ার নিবাসী মৌলবী তইয়েবদ্দিন, ধুবড়িয়ার হাফেজ হাতেম আলি, মুনশি মোঃ আবদুছ ছোবহান, মুনশী মোহম্মদ আবদুছ ছালাম, মুনশী মোহাঃ শামছুদ্দিন আহম্মদ, বাখুটিয়ার মৌলবী এফাজদ্দিন ও মৌলবী মহইউদ্দিন, টেপরির মৌলবী আবদুল খালেক ও জৌনপুরের মাওঃ আবদুল বাতেন ও মাওলানা আবদুল কদির ছাহেবগণ উহা জায়েজ হওয়ার পক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে তথায় পাবনা জেলার দয়ারামপুরের মৌলবী আবদুল আজিজ, মৌলবী আখতারুদ্দিন ও মৌলবী ফজলোল হক, আহমদপুরের মাওলানা শামছোর রহমান, পেঙ্গুয়ার মাওলানা ময়ছরদ্দিন, মৌলবী

ওছমান গণি, মৌলবী রোস্তম আলি, শাধুগঞ্জের মুনশী শাখাওয়াত হোছেন, পার্শ্ব শিমুলিয়ার মৌলবী আব্বাছ আলি, সেরাজগঞ্জের চন্দ্রকোনার ডাক্তার ছুফি আবদুল হামিদ, ঢাকা জেলার বাখুটিয়ার মৌলবী আজহারদ্দিন, মৌলবী মনছুরোর রহমান, মৌলবী জহুরোল হক, মৌলবী জয়নদ্দিন ও মৌলবী আবদুছ ছাত্তার, বাচামারার মৌলবী আবুল বাশার মোহম্মদ ছইদ, ময়মনসিংহের ধুবড়িয়া সাকিনের মৌলবী আবদুল ওয়াহেদ, মুনশি হাছানদ্দিন আহম্মদ, মুনশী ফজলোল করিম, মালজানির মাওলানা ওছমান গণি, সিংজোনার মৌলবী নাজেমদ্দিন, বরিশাল জেলার ডিগ্রিরচরের মাওলানা মুজিবুল্লাহ, ২৪ পরগণার বশিরহাটের মাওলানা রুহল আমিন, বাজিদপুরের মাওলানা খেলাফত হোসেন ও কলিকাতার মাওলানা গোল মোহম্মদ খোরাছানি ছাহেবগণ নাজায়েজ হওয়ার পক্ষে উপস্থিত ছিলেন, দৌলতপুর থানার এসিষ্ট্যান্ট ইনস্পেক্টর কটিশ্বর বিশ্বাস মহাশয় ৭জন চৌকিদার ও একজন দফাদার সহ তথায় আগমন করিয়াছিলেন। বাচামারার প্রেসিডেন্ট ধনী আহম্মদ সরকার, বাখুটিয়ার প্রেসিডেন্ট আব্দুল হাকীম সরকার ও হাজি বাহাছদ্দিন প্রভৃতি ছাহেবগণ এই সভার সুবন্দবস্তের ভার লইয়াছিলেন। বাচামারার খাস কাছারির খাস তহশিলদার বাবু মনোরঞ্জন ব্যানার্জী মহাশয় এই সভার সভাপতি স্থিরীকৃত হইয়াছিলেন। এক পক্ষে মৌলবী তয়েবদ্দিন ও জৌনপুরের মাওলানা আবদুল কদির ছাহেবান এবং অপর পক্ষে মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন ছাহেব তার্কিক নিযুক্ত হইলেন। প্রত্যেক পক্ষ ২০ মিনিট করিয়া বক্তৃতা দিবেন বলিয়া স্থির করা হইল। মাওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরী ছাহেব প্রস্তাব করিলেন, আমি ও মাওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন ছাহেব একস্থানে বসিয়া একটা মীমাংসা করিয়া সভাস্থলে প্রকাশ করিব, ইহাতে মাওলানা মোহম্মদ রুহল আমিন ছাহেব বলিলেন, উভয়ে একত্রে বসিয়া মীমাংসা করার আবশ্যক হইলে, উহা কলিকাতায় বসিয়া করা দরকার ছিল, যখন উভয় পক্ষ কেতাব পত্র লইয়া এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এইস্থানে আগমন করিয়াছেন এবং বহু লোক বহু

স্থান হইতে বর্ষাবৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া মহাকষ্টে এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন সকলের সাক্ষাতে প্রকাশ্যভাবে ইহার সমালোচনা করিতে হইবে। তৎপরে মাওলানা আবদুল বাতেন জৌনপুরী ছাহেব শালিস নির্ব্বাচন করার দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। ইহার প্রতিবাদে মাওলানা মোহম্মদ রুহুল আমিন ছাহেব বলিলেন, যখন ইহার পূর্ব্বে কোন শালিস স্থির করা হয় নাই, তখন বর্তমানে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে পারে না। মাওলানা আবদুল বাতেন ছাহেব বলিলেন বিনা শালিসে কিরূপে বাহাছ করা সম্ভব হইবে? তদুত্তরে মাওলানা মোহম্মদ রুহুল আমিন ছাহেব বলিলেন, আপনারা এইরূপ একজন আলেমকে শালিস মানিতে চাহিবেন যিনি সুদখোরের দাওত গ্রহণ করা জায়েজ বলেন, কিন্তু আমরা তাঁহাকে শালিস মানিতে চাহিব না। পক্ষান্তরে আমরা এরূপ একজন আলেমকে শালিস মানিতে চাহিব যিনি উহা নাজায়েজ বলিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা তাঁহাকে মানিতে চাহিবেন না। আর যদি হিন্দু কিম্বা খ্রীষ্টানকে শালিস মানিতে চাহেন, তবে বলি, তাহারা ত কোরআণ, হাদিস, তফছির, ফেক্‌হ ইত্যাদি বুঝিতে পারেন না। এইরূপ লেকেরা কিরূপে শালিস হইবে? কাজেই শালিস মানার প্রস্তাব গ্রহণ করা যাইতে পারে না। মাওলানা আবদুল বাতেন সাহেব বারম্বার এই প্রস্তাব করিতে ছিলেন, ইহাতে মাওলানা মোহম্মদ রুহুল আমিন ছাহেব শ্রোতৃবৃন্দের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনারা কি শালিস মানিতে চাহেন? প্রায় পনর আনা লোক বলিলেন, আমরা শালিস চাহিনা, আমরা বাহাছ শুনিতে চাহি। তখন মাওলানা মোহম্মদ রুহুল আমিন ছাহেব বলিলেন, প্রত্যেক শ্রোতার বিবেক শালিস হইবে। শ্রোতারা উভয় পক্ষের বক্তৃতা শুনিয়া যাহা সত্য বিবেচনা করিবেন, তাহার প্রতি আমল করিবেন।

মাওলানা শামছোর রহমান ছাহেব বলিলেন, সভায় অনেক গণ্যমান্য আলেম উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা কি সত্য অসত্য বুঝিতে পারিবেন না? যদি আলেমগণ উভয় পক্ষের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া

সত্য অসত্য নির্ণয় করিতে না পারেন, তবে তাঁহারাই শালিস মান্য করিবেন, ইহাতে জৌনপুরী মাওলানা ছাহেব নিরুত্তর হইয়া বসিয়া পড়িলেন।

১০টার সময় বাহাছ আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বৃষ্টিপাত হওয়ার জন্য জৌনপুরী মাওলানাগণ সভাস্থলে উপস্থিত হইতে দেরী করিয়া ফেলিলেন। প্রায় ৩টার সময় বাহাছ আরম্ভ করা হয়।

প্রথমে মৌলবী তইয়েবদ্দিন ছাহেব দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন, ধুবড়িয়ার হাফেজ হাতেমালি ছাহেব দাবি করেন, যে সুদখোরের অধিকাংশ অর্থ হালাল, তাহার বাটিতে ফৎওয়া মতে জিয়াফত কবুল করা জায়েজ হইবে। আর মাওলানা মোহম্মদ রুহুল আমিন ছাহেব বলেন, যে সুদখোর এক পয়সা সুদ গ্রহণ করে, তাহার জিয়াফত কবুল করা জায়েজ নহে। তিনি ইহা বলিতে বলিতে মাওলানা আবদুল কদির জৌনপুরী ছাহেব আগমন করিলেন, এই গোলমালে ২০ মিনিট সময় অতিবাহিত হইয়া গেল।

তৎপরে মাওলানা মোহম্মদ রুহুল আমিন ছাহেব দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন, এইখানে কোরআণ শরিফে, ছুরা মায়েদার ১১ রুকুতে আছে;—

لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داؤد و عيسى بن مريم - ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون *

"যাহারা ইছরাইল বংশধরগণের মধ্যে কাফের হইয়াছে তাহারা দাউদ ও মরয়েমের পুত্র ইছার রসনায় অভিসম্পাতগ্রস্থ হইয়াছে, যেহেতু তাহারা গোনাহ করিয়াছিল এবং সীমা অতিক্রম করিয়াছিল।"

তফছিরে খাজেন, ১/৫৮ পৃষ্ঠা;—

হজরত দাউদ (আঃ)এর জামানায় শনিবারে সমুদ্রের মৎস্যগুলি জবুর শুনিতে সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইত, এত অধিক পরিমাণ— মৎস্য ভাসমান অবস্থায় আসিত যে, পানি দেখা যাইত না, শনিবার গত হইয়া গেলে, মৎস্যগুলি বিচ্ছিন্ন হইয়া সমুদ্রের গভীর স্তরে

আশ্রয় লইত। আল্লাহতায়ালা তাহাদের উপর মৎস্য শিকার হারাম করিয়া দিয়াছিলেন। আয়লাবাসী ইছরাইলিগণ শয়তানের কুমন্ত্রণায় প্ররোচিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা শনিবারে উহা ধৃত করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু অন্য দিবসে উহা ধৃত করিতে নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত হই নাই, তৎপরে তাহাদের কতকগুলি লোক সমুদ্রের পার্শ্বে বড় বড় হাওজ খনন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালি কাটিয়া সমুদ্রের সহিত সংযোগ করিয়া দিত। জুমার বৈকালে নালিগুলির মুখ খুলিয়া দিত, মৎস্যগুলি উচ্চ তরঙ্গযোগে হাওজ গুলির মধ্যে প্রবেশ করিত, তৎপরে তৎসমস্তের গভীরতার জন্য বাহির হইতে পারিত না। তাহারা রবিবারে মৎস্যগুলি ধরিত। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাহারা জুমাবারে জাল স্থাপন করিত, তৎপরে রবিবারে তৎসমস্ত ধরিত। তাহারা বহু বৎসর এইরূপ করিত, ইহাতে তাহাদের উপর শাস্তি নাজেল হইত না, এইজন্য তাহারা এই কার্য্যে নির্ভীক হইয়া পড়িল। তাহারা সংখ্যায় ৭০ সহস্র ছিল, তন্মধ্যে ১২ সহস্র লোক মৎস্য শিকার করিত না। এবং তাহাদিগকে এই কার্য্য করিতে নিষেধ করিল, কিন্তু অপকার্য্য কারিরা ইহাদের উপদেশ মান্য করিল না। তখন নিষেধ কারিরা নিজেদের বাসস্থান পৃথক করিয়া লইল, তৎপরে খোদা তাহাদের উপর অভিসম্পাত করিয়া বানররূপে পরিণত করিয়া দিলেন ৩ দিবস পরে উহারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।"

এই আয়তের ব্যাখ্যায় হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন—

মেশকাত, ৪৩৮ পৃষ্ঠা ঃ—

عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لما وقعت بنوا اسرائيل فى المعاصى نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجا لسوهم فى مجالسهم و اكلوهم و شاربهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داؤد و عيسى بن مريم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون قال فجلس رسول الله عليه و سلم و كان كان متكئا فقال لا و الذي نفسى بيده حتى تاطر و هم اطرا رواه الترمذى و ابو داؤد ●

"(হজরত) আবদুল্লাহ বেনে মছউদ বলিয়াছেন, (জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যখন ইছরাইল বংশধরগণ গোনাহ সমূহে সংলিপ্ত হইয়াছিল, তখন তাহাদের বিদ্বানগণ তাহাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলেন, ইহাতে তাহারা বিরত হয় নাই (গোনাহ ত্যাগ করে নাই), তৎপরে তাহারা (বিদ্বানগণ) তাহাদের সঙ্গে তাহাদের মজলিশে উপবেশন করিলেন এবং তাহাদের সহিত আহার ও পান করিলেন। সেই সময় আল্লাহ তাহাদের কতকের হৃদয়কে কতকের গোনার জন্য কালিমাময় করিয়া দিলেন। হজরত এবনো মছউদ বলিয়াছেন, (হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ঠেশ দিয়া বসিয়াছিলেন, এমতাবস্থায় সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, যে খোদার আয়ত্ত্বাধীনে আমার প্রাণ রহিয়াছে, তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমরা খোদার আজাব (শাস্তি) হইতে নিষ্কৃতি পাইবেনা যতক্ষণ (না) তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিবে। তেরমিজি ও আবু দাউদ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।"

মেশকাতের হাশিয়াতে মেরকাত হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে—

حتى تمنعوا امثالهم من اهل المعصية و ان لم ينتهوا من افعالهم فتمتنعوا انتم عن سوا صلتهم و مكالمتهم و مواكلتهم و مجالستهم *

" তোমরা যতক্ষণ (না) এইরূপ গোনাহগারদিগকে বাধা প্রাদন কর, (আজাব হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। আর যদি তাহারা তাহাদের গোনাহ কার্য্যগুলি ত্যাগ না করে, তবে তোমরা তাহাদের সহিত পরস্পরে মিলন, কথোকপথন, ভক্ষণ ও উপবেশন হইতে বিরত থাক।

মেশকাতের উক্ত পৃষ্ঠায় আছে ;—

و في رواية قال كلا و الله لتامرن بالمعروف و لتنهون عن المنكر و لتاخذن على يدي الظالم و لتاطرنه على الحق اطرا و لتقصرنه على الحق قصرا او ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم *

উক্ত আবুদাউদের অন্য রেওয়াএতে আছে ;—

হজরত বলিয়াছেন, খোদার কছম, কখনই না, নিশ্চয়ই তোমরা সৎকার্য্যের আদেশ প্রদান করিবে, অসৎকার্য্য নিষেধ করিবে, অত্যাচারির দুই হস্ত ধরিয়া ফেলিবে, তাহাকে সত্যের দিকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে এবং তাহাকে সত্য গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবে, নচেৎ আল্লাহতায়ালা তোমাদের কতকের হৃদয়ের কালিমার জন্য কতকের হৃদয়কে কালিমাময় করিয়া দিবেন, তৎপরে তোমাদের উপর অভিসম্পাত করিবেন যেরূপ তাহাদের উপর অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছেন।

ইহাতে বুঝা গেল, ছুরা মায়েদার আয়তে প্রাচীন শরিয়তের ব্যবস্থা উল্লিখিত হইলেও উহা অবিকল এই উম্মতের ব্যবস্থা হইবে।

আবুদাউদ, ২/২৪০ পৃষ্ঠা;—

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله و دع ما تصنع فانه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد و لا يمنعه ذلك ان يكون اكيله و شريبه و قعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض ثم قال لعن الذين الخ *

রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় ইছরাইল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রথম এই দোষ প্রবেশ করিয়াছিল যে, এক ব্যক্তি অপরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিত, হে অমুক, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, এবং যাহা করিতেছ তাহা ত্যাগ কর, কেননা উহা তোমার পক্ষে হালাল হইবে না। তৎপরে আগামী প্রভাতে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিত, কিন্তু উহা এই ব্যক্তিকে তাহার সহিত পানাহার উপবেশন করিতে বাধা দিত না। যখন তাহারা ইহা করিল, তখন আল্লাহ

তাহাদের কতকের হৃদয়কে কতকের হৃদয়ের দোষে কালিমাময় করিয়াদিলেন, তৎপরে হজরত নবি (ছাঃ) উক্ত ছুরা মায়েদার আয়ত পাঠ করিলেন।"

তেরমেজি, ২/১৩০ পৃষ্ঠা ;—

ان بنی اسرائیل لما وقع فیهم النقص كان الرجل فیهم یری اخاه یقع علی الذنب فینهاه عنه فاذا كان الغد لم یمنعه ما رأی منه ان یكون اكیله و شریبه و خلیطه فضرب الله قلوب بعضهم ببعض و نزل فیهم القرآن فقال الخ *

"নিশ্চয় ইছরাইল সম্প্রদায় যখন তাহাদের মধ্যে ত্রুটি প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তাহাদের মধ্যে একজন নিজের ভাইকে গোনাহ কার্য্যে লিপ্ত হইতে দেখিয়া তাহাকে উহা করিতে নিষেধ করিত। পর দিবস প্রভাতে এই ব্যক্তি তাহাকে যাহা করিতে দেখিয়াছে উক্ত কুকার্য্য তাহার সহিত পানাহার ও মিলন করিতে বাধা প্রদান করিল না, ইহাতে আল্লাহ তাহাদের কতকের হৃদয়কে কতকের দোষে কঠিন (কালিমাময়) করিয়া দিলেন, তাহাদের সম্বন্ধে কোরআণ নাজেল হইয়াছে, তৎপরে তিনি ছুরা মায়েদার উক্ত আয়ত পড়িলেন।"

উপরোক্ত আয়ত ও হাদিছে সপ্রমাণ হইল যে, ফাছেক বদকারের জিয়াফত গ্রহণ করিলে, লা'নতগ্রস্ত ও শাস্তিগ্রস্ত হইতে হইবে।

(২) কোরআন ছুরা আনয়াম, ৮ রুকু ;—

فلا تقعد بعد الذكری مع القوم الظالمين *

"অনন্তর তুমি স্মরণ করার পরে অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে উপবেশন করিও না।"

তফছিরে অহমদী, ৩৮৮ পৃষ্ঠা ;—

ان القوم الظالمين يعم المبتدع و الفاسق و الكافر والقعود مع كلهم ممتنع *

"অত্যাচারী সম্প্রদায় বলায় বেদয়াতি, ফাছেক (বদকার) ও কাফের সমস্ত বুঝা যাইবে, তাহাদের সমস্ত প্রকারের সহিত উপবেশন করা (সমাজ ও পানাহার করা) নিষিদ্ধ।" তৎপরে তিনি হেদায়া কেতাব হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন;—যদি কেহ দাওত করে, আর দাওত স্থলে ক্রীড়া কিম্বা সঙ্গীত থাকে, তথায় উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে ইহা অবগত হইলে, তথায় উপস্থিত হইবে না। আর ইহা অবগত না হইয়া তথায় উপস্থিত হইলে, যদি নিষেধ করিতে সক্ষম হয়, তবে নিশ্চয় নিষেধ করিবে, আর যদি নিষেধ করিতে অক্ষম হয়, তবে গন্যমান্য লোক হইলে, তথায় ভক্ষন না করিয়া বাহির হইয়া যাইবে, কেননা তথায় ভক্ষণ করিলে, সাধারণ লোকদিগের পক্ষে দলীল হইবে। আর যদি দস্তরখানে উহা অনুষ্ঠিত হয়, তবে কেহই তথায় থাকিবে না। কোর-আনের ছুরা নেছার উক্ত আয়ত ইহার প্রমাণ।

(৩) ছুরা হুদ, ১০ রুকু ;—

ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار *

"এবং তোমরা যাহারা অত্যাচার করিয়াছ, তাহাদের দিকে ঝুকিও না, ইহাতে তোমাদিগকে অগ্নি স্পর্শ করিবে।"

তফছিরে রুহোল বায়ান, ২/১২৯ পৃষ্ঠা ;—

يدخل في الركون الى الظالمين المداهنة والرضي باقوالهم و اعمالهم و محبة مصاحبتهم و معاشرتهم روى ان الله تعالى اوحى الى يوشع بن نون انى مهلك من قومك اربعين الفا من خيارهم و ستين الفا من شرارهم فقال ما بال الاخيار فقال انهم لم يغضبوا بغضبي فكانوا يواكلونهم و يشاربونهم *

"অত্যাচারীদিগের কার্য্যে শৈথিল্য প্রকাশ করা (কোমলতা) প্রকাশ করা তাহাদের কথা ও কার্য্যকলাপে সন্তুষ্ট হওয়া, তাহাদের

সঙ্গলাভ করিতে ও তাহাদের সহিত পানাহার ও সমাজ করিতে ভালবাসা তাহাদের দিকে ঝুকিয়া পড়ার অন্তর্গত হইবে।

রেওয়াএত করা হইয়াছে, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা ইউশা বেনে নুনের নিকট অহি প্রেরণ করিলেন যে, সত্যই আমি তোমাদের সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে ৪০ সহস্র সৎলোককে ও ৬০ সহস্র অসৎ লোককে বিনষ্ট করিয়া ফেলিব। ইহাতে তিনি বলিলেন, সৎলোকদিগের দোষ কি? তদুত্তরে আল্লাহ বলিলেন, নিশ্চয় তাহারা আমার কোপের জন্য কোপান্বিত হয় নাই, এইহেতু তাহারা উক্ত অসৎ লোকদিগের সহিত পানাহার করিত।"

কোরআন শরিফের উপরোক্ত তিন আয়তে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইল যে, ফাছেক (বদকার) দিগের সহিত পানাহার করিলে, খোদার লা'নত (অভিসম্পাত) ও শাস্তির পাত্র হইতে হইবে।

মেশকাতের ৩২৪ পৃষ্ঠায় তেরমেজি, আবুদাউদ ও দারমি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে;—

(হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) যে সময় মোয়াজ বেনে জ্বাবালকে ইমন শহরের দিকে পাঠাইতেছিলেন, সেই সময় বলিয়াছিলেন, যদি তোমার নিকট কোন বিচার উপস্থিত হয়, তবে তুমি কিরূপে ব্যবস্থা প্রকাশ করিবে? ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি আল্লাহতায়ালার কেতাব (কোরআন) অনুযায়ী ব্যবস্থা প্রকাশ করিব। হজরত বলিলেন, যদি তুমি (উহার ব্যবস্থা) কোরআণে না পাও, (তবে কি করিবে?) ইহাতে তিনি বলিলেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)র ছুন্নত (হাদিস) অনুসারে (ব্যবস্থা প্রকাশ করিব)। হজরত বলিলেন, যদি তুমি হাদিছে না পাও (তবে কি করিবে?) তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি নিজের রায় দ্বারা কেয়াছ করিব। তখন হজরত তাহার বক্ষে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, যে খোদা রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর প্রেরিত ব্যক্তির অন্তরে এরূপ মত নিক্ষেপ করিয়াছেন—যাহা রাছুলুল্লাহ পছন্দ করেন, তাঁহার সর্ব্ববিধ প্রশংসা।"

এই হাদিছে বুঝা যায় যে, শরিয়তের প্রথম দলীল কোরআন, ইহাতে কোন ব্যবস্থা থাকিলে, অন্য দলীলে উহা রদ হইতে পারে না।

এই প্রথম দলীলে কোন ব্যবস্থা না পাওয়া গেলে, দ্বিতীয় দলীল হাদিছের ব্যবস্থা অগ্রগণ্য হইবে। হাদিছে পাওয়া না গেলে, এমামগণের এজমা ও কেয়াছ গ্রহণীয় হইবে। ইহা এইরূপ সর্ব্ববাদি সম্মত মত যে, ইহাতে কোন এমাম মোজতাহেদদের মতভেদ নাই। আমি কোরআন শরিফের তিনটি আয়ত ও হাদিছ হইতে সপ্রমাণ করিয়া দেখাইলাম যে, ফাছেক বদকারের জিয়াফত কবুল করা নাজায়েজ। এক্ষণে প্রতিপক্ষ মাওলানা ইহা জায়েজ হওয়ার দাবি করিলে, কোরআন ও হাদিছ হইতে ইহার প্রমাণ দখাইবেন। ইহা বলিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন। তবে কেহই তথায় থাকিবে না। কোরআনের ছুরা নেছার উক্ত আয়ত ইহার প্রমাণ।"

তৎপরে হাফেজ হাতেম আলি ও মৌলবী তয়েবদ্দীন ছাহেবদ্বয়ের পক্ষ সমর্থনকারী জৌনপুরী মাওলানা আবদুল কাদির ছাহেব দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আমার প্রতিপক্ষ এতক্ষণ যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তদ্বারা তর্কিত বিষয়ের কোন সমালোচনা করেন নাই, কারণ এস্থলে আলোচ্য বিষয় ইহা হইতেছে যে, যাহার অধিকাংশ মাল হালাল হইবে, তাহার জিয়াফত কবুল করা যায় কিনা? তাঁহার বর্ণিত দলীল সমূহে ইহার কোন আলোচনা হয় নাই।

দ্বিতীয় যিনি এমাম মোজতাহেদ হন, তিনি কোরআন ও হাদিছ হইতে দলীল গ্রহণ করিতে পারেন, ইহা তাঁহার পক্ষে শোভনীয়, কিন্তু মোকাল্লেদ (কোন মজহাবাবলম্বী) ফেকহ হইতে প্রমাণ উপস্থিত করিতে বাধ্য, তিনি কোরআণ ও হাদিছ হইতে দলীল গ্রহণ করিতে পারেন না। এমাম মোজতাহেদগণ সমস্ত মছলা কোরআণ ও হাদিছ হইতে বাহির করিয়াছেন।

এই আলমগিরি কেতাব—ইহা আমাদের প্রমাণ্য কেতাব, ইহাতে লিখিত আছে ;—

و كذا من غالب ماله من حرام مالم يخبر انه حلال
و بالعكس يجيب مالم يتبين عنده انه حرام كذا في
التمرتاشي في الروضة يجيب دعوة الفاسق و الورع ان

لا يجيبه كذا في الوجيز للكردري *

এইরূপ যাহার অধিকাংশ টাকাকড়ি হারামের হয়, তাহার জিয়াফত কবুল করিবে না, যতক্ষণ না সে সংবাদ দেয় যে, উহা (খাদ্য সামগ্রী) হালাল। ইহার বিপরীত হইলে (অর্থাৎ অধিকাংশ হালাল হইলে), তাহার জিয়াফত কবুল করিবে—যতক্ষণ না তাহার নিকট প্রকাশ হইয়া পড়ে যে, নিশ্চয় উক্ত খাদ্য হারাম। ইহা তামারতাশিতে আছে। রওজা কেতাবে আছে, ফাছেকের দাওয়াত কবুল করিবে, পরহেজগারি এই যে, উহা কবুল করিবে না, ইহা আজিজে-কোরদরিতে আছে।

বাহরোর-রায়েক, ৮/২০৬ পৃষ্ঠা ;—

و كان الشيخ ابو القاسم الحكيم يقبل هدية السلطان و يأخذها •

"সেখ আবু কাছেমল হেকিম বাদশার উপহার কবুল করিতেন ও লইতেন।"

মাজমায়োল-আনহোর, ২/৫২৯ পৃষ্ঠা ;—

و لا يجوز قبول هدية امراء الجور لان الغالب في ما لهم الحرمة الا اذا علم ان اكثر ماله من حل بان كان صاحب تجارة او زرع فلا بأس به. وفي البزازية غالب مال المهدي ان حلالا لا بأس بقبول هديته و اكل ماله مالم يتبين انه من حرام لان اموال الناس لا يخلو عن حرام فيعتبر الغالب و ان غالب ماله الحرام لا يقبلها و لا يأكل الا اذا قال انه حلال او رثته او استقرضته *

অত্যাচারি আমিরদিগের উপহার কবুল করা জায়েজ নহে, কেননা তাহাদের অধিকাংশ অর্থ হারাম, কিন্তু যদি জানে যে, তাহার অধিকাংশ অর্থ হালাল—যেহেতু সে ব্যক্তি ব্যবসায়ী কিম্বা কৃষক, তবে উহা কবুল করিতে দোষ নাই।

বাজ্জাজিয়া কেতাবে আছে ;—

উপহার দাতার অধিকাংশ অর্থ হালাল হইলে, তাহার উপহার কবুল করা ও তাহার অর্থ ভক্ষণ করাতে কোন দোষ নাই—যতক্ষণ না প্রকাশিত হয় যে, উহা হারাম হইতে উপার্জিত হইয়াছে, কেননা লোকদিগকে অর্থ হারাম শুন্য হয় না, কাজেই অধিকাংশ অর্থের হিসাবে ব্যবস্থা হইবে। যদি তাহার অধিকাংশ অর্থ হারাম হয়, তবে উহা গ্রহণ ও ভক্ষণ করিবে না, কিন্তু যদি সে বলে যে, উহা হালাল—উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছে কিম্বা ধার লইয়াছে, (তবে) উহা গ্রহণ ও ভক্ষণ করিতে পারে।"

তৎপরে মাওলানা রুহুল আমিন ছাহেব দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন, প্রতিপক্ষ মাওলানা দাবি করিয়াছেন যে, আমার উপস্থাপিত দলীলগুলি তর্ক সংক্রান্ত বিষয়ের সমালোচক দলীল নহে, ইহা তাহার বাতীল দাবী। আমি ত কোরআণ ও হাদিছ হইতে সপ্রমাণ করিয়াছি যে, ফাছেকের জিয়াফত গ্রহণ করা নিষিদ্ধ, সুদখোর কি ফাছেক নহে? কোরআণ গুরু-গম্ভীর স্বরে বলিতেছে ;—

فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله *

"অনন্তর যদি তোমরা সুদ ত্যাগ না কর, আল্লাহ ও তাঁহার রাছুলের পক্ষ হইতে যুদ্ধ হওয়ার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর?"

এই আয়তে সুদখোরের মহা ফাছেক হওয়া প্রমাণিত হইল।

মাওলানা যে আলমগিরিকে প্রামাণ্য কেতাব বলিয়া উহার এবারত দলীলরূপে পেশ করিয়াছেন, উহার প্রথমেই লিখিত আছে—

و لا يجيب دعوة الفاسق المعلن ليعلم انك غير راض بفسقه كذا فى التمرتاشي *

এবং প্রকাশ্য ফাছেকের দাওত কবুল করিবে না—যেন সে জানিতে পারে যে, নিশ্চয় তুমি তাহার গোনাহ কার্য্য নারাজ আছ। ইহা তামারতাশিতে আছে।

এই রেওয়াএত কোরআন ও হাদিছের মোয়াফেক (অনুকুল),

কাজেই ইহা ধর্ত্তব্য হইবে।

দ্বিতীয় রওজা কেতাবের এবারতে বুঝা যায় যে, পরহেজগার, হাফেজ, আলেম, হাজি প্রভৃতি লোকের পক্ষে ফাছেকে-মোলেনের দাওত গ্রহণ করা জায়েজ নহে, সাধারণ লোকদিগের জন্য উহা জায়েজ। পক্ষান্তরে উল্লিখিত তামারতাশির রেওয়াএতে বুঝা যায়, কাহারও জন্য উক্ত জিয়াফত কবুল করা জায়েজ নহে।

মোলতাকার রেওয়াএতে বুঝা যায় যে, সুদখোরের জিয়াফত গ্রহণ করা জায়েজ, কিন্তু আশবাহ অন্নাজায়ের কেতাবের ১৩৬ পৃষ্ঠার হাশিয়াতে আছে ;—

فى التمرتاشى لرجل مال حلال اختلطه مال من الرباء او الرشاء او الغلول او السحت او من مال الغصب او السرقة او الخيانة او من مال اليتيم فصار كله شبهة ليس لاحد ان يشاركه (الى) او يقبل هديته او يأكل فى بيته *

তামারতাশি কেতাবে আছে, এক ব্যক্তির হালাল টাকাকড়ি আছে, উহার সহিত সুদ, ঘুষ, যুদ্ধে গোপন করা মাল, কাড়িয়া লওয়া মাল, অপহরণ করা, গচ্ছিত হরণ করা কিম্বা এতিমের মাল মিলিত হইয়াছে, ইহাতে তাহার সমস্ত মাল সন্দেহযুক্ত হইয়াছে, কাহারও পক্ষে তাহার সহিত শরিক হওয়া, তাহার উপহার গ্রহণ করা এবং তাহার বাটিতে ভক্ষণ করা জায়েজ নহে।"

আরও উক্ত আশবাহ অন্নাজায়েরের ১৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে,—

اذا تعارض دليلان احدهما يقتضي التحريم و الاخر الاباحة قدم التحريم *

"যখন দুইটা দলীল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়—একটি হারাম সপ্রমাণ করে এবং দ্বিতীয়টি হালাল, তখন হারাম করার মত অগ্রগণ্য হইবে।"

হাশিয়া নং (১)

মাওলানা শাহ্ আবদুল আজিজ ছাহেব ফাতাওয়ায় আজিজির ১/৪৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন;—

من قاعدة الفقهاء اذا اشتبه الحل و الحرمة غلب جانب الحرمة احتياطا ٭

ফকিহ্গণের বিধান এই যে, যখন হালাল ও হারাম হওয়াতে সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন এহ্তিয়াতের জন্য হারামকে প্রবল গণ্য করা হইবে।"

মাওলানা আবদুল হাই লাখনৌবি মজমুয়া ফাতাওয়ার ৩/১৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

مال اگر بدین وجه مشکوک گردیده که وجهی دال بر حرمت اوست و وجهي دال بر حلت او پس اینچنین مال حرام است در اشباه می آرد اذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام ٭

যদি টাকাকড়ি এই জন্য সন্দেহ স্থল হইয়া পড়ে যে, এক দলীলে উহা হারাম হওয়া বুঝায় এবং অন্য দলীলে উহা হালাল হওয়া বুঝা যায়, তবে এরূপ টাকাকড়ি হারাম হইবে। আশবাহ কেতাবে আছে, "যদি হালাল ও হারাম হওয়াতে মতভেদ হয়, তবে হারাম হওয়ার মত বলবৎ হইবে।"

এমাম রাব্বানী মোজাদ্দেদে আলফে ছানি মকতুবাত শরিফের ১/৪৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

اگر تعارض در جواز و حل و حرمت واقع شود ترجیح جانب عدم جواز راست و جانب حرمت را ٭

"যদি জায়েজ হওয়া, নাজায়েজ হওয়া, হালাল হওয়া ও হারাম হওয়াতে বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে নাজায়েজ ও হারাম

হওয়ার মত বলবৎ হইবে।" (হাশিয়া শেষ)

ইহাতে সপ্রমাণ হইতেছে যে, সুদখোর ও ফাছেকের জিয়াফত গ্রহণ নাজায়েজ হওয়ার মত বলবৎ ও অগ্রগণ্য হইবে।

এইহেতু মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী সাহেব জখিরায় কারামতের ২/২১৭ পৃষ্ঠায় মাকানেয়োল মোবতাদেয়িন কেতাবে লিখিয়াছেন ;—

فاسق معلن کی ضیافت قبول کرنے سے فتاوی عالمگیری میں کتاب الکراھیت کے گیارھویں باب میں منع ھے *

"ফাতাওয়ায় আলমগিরি কারাহিএতের ১১ অধ্যায়ে প্রকাশ্য ফাছেকের জিয়াফত কবুল করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

আরও তিনি জখিরায় কারামতের ২/১২১ পৃষ্ঠায় কওলোছ ছাবেত কেতাবে লিখিয়াছেন ;—

جو شخص مرداری چمڑا قبل دباغت کے بیچتا خریدتا ھے اصالۃ یا وکالۃ وہ حرام کرتا ھے - اس کو جو لوگ ملامت کرتے ھیں اور ایسے بیچنے خریدنے سے منع کرتے ھیں اور اس حرام بیع کے مال کی ضیافت قبول نھیں کرتے ھیں وے لوگ حق پر ھیں *

"আর যে ব্যক্তি মৃত পশুর চর্ম্ম দাবাগত (মসলা দ্বারা পরিস্কার) করার পূর্ব্বে মালিক রূপে কিম্বা প্রতিনিধি রূপে ক্রয় বিক্রয় করে, সে হারাম কার্য্য করে। যাহারা তাহাকে তিরস্কার করে এবং এইরূপ ক্রয় বিক্রয় করিতে নিষেধ করে এবং এইরূপ হারাম ক্রয় বিক্রয়ের অর্থের জিয়াফত কবুল না করে, তাহারা সত্য পথে আছে।

আরও তিনি উক্ত কেতাবের ২/২৫৮ পৃষ্ঠায় হাক্কোল-একিন কেতাবে লিখিয়াছেন ;—

اور فتاوی عالمگیری میں کتاب الکراھیت کے بارھویں باب میں لکھا ھے کہ فاسق معلن کی ضیافت قبول نکرے تا کہ وہ فاسق جانے کہ تو اس کے فسق سے ناراض ھے - فاسق معلن اس کو کہتے ھیں جو کھلا کھلی بدکاری کرے *

"ফাতাওয়ায় আলমগিরির 'কারাহিএতের' ১২ অধ্যায়ে লিখিত আছে, প্রকাশ্য ফাছেকের জিয়াফত কবুল করিবে না—যেন ইহাতে সে জানিতে পারে যে, তুমি তাহার গোনাহ কার্য্য হইতে নারাজ আছ। যে ব্যক্তি প্রকাশ্য ভাবে কুকার্য্য করে, তাহাকে ফাছেকে-মো'লেন বলে।

মাওলানা এছহাক ও মাওলানা আশরাফ আলি ছাহেবদ্বয়ের পরমগুরু মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গোহী ছাহেব ফাতাওয়ায় রশিদিয়ার ২/১১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

جس شخص کی آمدنی نو روپیہ حلال ھوں دس روپیہ حرام خواہ برعکس یا دونوں مساوی ھوں اس کا ھدیہ و غیرہ دعوت و ضیافت سب نادرست ھے □

" যে ব্যক্তির আয়ের ৯টি টাকা হালাল ও ১০টী টাকা হারাম, কিম্বা ৯টি টাকা হারাম ও ১০টি টাকা হালাল, অথবা হালাল ও হারাম সমান হয়, তাহার উপহার গ্রহণ ও দাওত জিয়াফত কবুল করা জায়েজ নহে।

যে আলেমেরা সুদখোরের জিয়াফত খাইয়া থাকেন, আমি তাহাদিগকে শালিশ মান্য করিতে চাহি না।

মেশকাতের ৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحى لا تؤمن عليه الفتنة ☐

"(হজরত) এবনে মছউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাহারও তরিকা অবলম্বন করিতে চাহে, সে যেন যে ব্যক্তি মরিয়া গিয়াছে তাহার তরিকা অবলম্বন করে, কেননা জীবিত ব্যক্তি ফাছাদে (কুমতে) পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে।"

ইহা ছাহাবাদিগের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। আমিও বলি, যে আলেমেরা জাহেরী ও বাতেনি উভয় এলমে পারদর্শী হইয়া এন্তেকাল করিয়াছেন, তাঁহাদের শালিশি স্বীকার করিতে চাহি। আমি মাওলানা কারামত আলি সাহেব ও গঙ্গোহী মাওলানা ছাহেবকে শালিশ মানি। তৃতীয় প্রতিপক্ষ মাওলানা বলিয়াছেন, মোকাল্লেদ ব্যক্তির পক্ষে নিজ এমামের মত ত্যাগ করা জায়েজ হইতে পারে না, তদুত্তরে আমি বলি, আলমগিরি কিম্বা ফেকহের কেতাবের প্রত্যেক কথাই যে এমাম আজমের মত, কিম্বা ফৎওয়া গ্রাহ্য মত ইহা আমি স্বীকার করি না।

আলমগিরি ৫/৩৮৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

لا باس بتقبيل قبر والديه كذا فى الغرائب ☼

পিতামাতার গোর চুম্বন করাতে কোন দোষ নাই, ইহা গারায়েবে আছে। কিন্তু গারাএব কেতাব প্রামাণ্য কেতাব নহে, ইহা গ্রহণীয় মত নহে।

মজমুয়া ফাতাওয়া লাক্ষ্ণৌবি, ৩/৬৭ পৃষ্ঠা ;—

بوسه دادن قبر والدين جائز است يا نه جواب حرام است كذا صرح على القاري و غيره ☐

প্রশ্ন ঃ—পিতামাতার গোর চুম্বন করা জায়েজ কি না?

উত্তর ঃ—হারাম, আলি কারি প্রভৃতি ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।

ফাতাওয়ায় রসিদিয়া, ২/২৮ পৃষ্ঠা ;—

بوسه لینا قبر کا حرام ہے فی المدارج و بوسه دادن قبر را و سجده کردن آن و سر نهادن حرام و ممنوع ست و در بوسیدن قبر والدین و وایت فقهی نقل کنند و صحیح آنست که لا یجوز □

" গোর চুম্বন করা হারাম, মাদারেজ কেতাবে আছে, গোর চুম্বন করা, উহাতে ছেজদা করা ও মস্তক রাখা হারাম ও নিষিদ্ধ। পিতামাতার গোর চুম্বন করা সম্বন্ধে ফেকহের রেওয়াএত উদ্ধৃত করেন, ছহিহ মতে উহা নাজায়েজ।"

মেয়াতে-মাছায়েল ৭৭ পৃষ্ঠা ;—

بوسه دادن قبر والدین غیر جائز است علی الصحیح *

"পিতামাতার গোর চুম্বন করা ছহিহ মতে নাজায়েজ।"

মাদারেজান্নবুয়তের ২/৪২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উক্ত আলমগিরির, ৫/৩৯২ পৃষ্ঠা ;—

و الذی رعف فلا یرقا دمه فاراد ان یکتب بدمه علی جبهته شیأ من القرآن قال ابو بکر الاسکاف یجوز □

যাহার নাশা রোগ হয় এবং উহার রক্ত বন্ধ না হয়, তৎপরে সে ইচ্ছা করে যে, নিজের ললাটে রক্ত দ্বারা কোরআনের কিছু অংশ লেখে, আবুবকর এছকাফ বলেন, ইহা জায়েজ হইবে।"

কাজিখান, ৪/৭৮০ পৃষ্ঠা ;—

قیل لو کتب بالبول قال لو کان فیه شفاء لا بأس به *

কেহ (উক্ত আবুবকরকে) বলিল, যদি সে প্রস্রাব দ্বারা লেখে? ইহাতে তিনি বলিলেন, যদি উহাতে আরোগ্যলাভ হয়, তবে উহাতে কোন দোষ নাই।"

কিনইয়া কেতাবে আছে ;—

هذا غير ماخوذ عند علمائنا

"ইহা আমাদের বিদ্বানগণের গ্রহণীয় নহে।"

আলমগিরি, ১/২০৫ পৃষ্ঠা ;—

يجب دفع صدقة فطر كل شخص الى مسكين واحد.
لو فرقه على مسكينين او اكثر لم يجوز *

"প্রত্যেক ব্যক্তির ফেৎরা এক এক দরিদ্রকে দেওয়া ওয়াজেব, এমন কি যদি সে দুই কিম্বা ততোধিক দরিদ্রকে বিতরণ করে, তবে জায়েজ হইবে না।"

এই মছলাটি ছহিহ নহে, দোর্রোল মোখতার, ১/৮৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

جاز دفع كل شخص فطرته الى مسكين او مساكين
على ما عليه الاكثر و به جزم فى الولو الجية و الخانية
و البدائع و المحيط و تبعهم الزيلعى فى الظهار من غير
ذكر خلاف و صححه في البرهان فكان هو المذهب *

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ফেৎরা একজন দরিদ্র কিম্বা বহু দরিদ্রকে দিলে, অধিকাংশের মতে জায়েজ হইবে," অলওয়ালজিয়া, খানিয়া, বাদায়ে, মুহিত কেতাবে ইহার উপর দৃঢ় আস্থা স্থাপন করা হইয়াছে, জয়লয়ি জেহারের অধ্যায়ে বিনা মতভেদ উল্লেখে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছেন এবং বোরহান কেতাবে ইহা ছহিহ স্থির করা হইয়াছে, ইহা মজহাবের মনোনীত মত।

শামি, ২/১২৫ পৃষ্ঠা ;—

فان المانعين جمع يسير و المجوزين جم غفير و
الاعتماد على ما عليه الجم الكثير *

নাজায়েজ কারিগণ সংখ্যায় অল্প এবং জায়েজকারিগণ বিরাটদল,

যে মতের উপর থাকেন তাহার উপর আস্থা স্থাপন করিতে হইবে।

হাশিয়া নং (২)

যদি এমাম আজমের কোন মত কোরআণ ও ছহিহ হাদিছের খেলাফ হয়, তবে উহা গ্রহণীয় হইতে পারে না।

মিজানে শা'রাণি, ৫৯ পৃষ্ঠা ;—

و قد تقدم قول الائمة كلهم اذا صح الحديث فهو مذهبنا *

"সমস্ত এমামের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, যে সময় হাদিস ছহিহ প্রমাণিত হয়, তখন উহাই আমাদের মজহাব হইবে।"

ফাতাওয়ায়-আজিজি, ১/৯৮ পৃষ্ঠা ;—

در مقابلۂ نص اجتهاد را اصلا اعتبار نیست كذا فی حل المتعة المنسوب الی ابن عباس رض و عدم ايجاب الغسل على من جامع من غير انزال المنسوب الى ابي بن كعب و غيره من الانصار ☐

স্পষ্ট কোরআন ও হাদিছের বিপরীতে কেয়াছি মছলা একেবারে অগ্রাহ্য, যেরূপ মোতাহালাল হওয়া সম্বন্ধে হজরত এবনো আব্বাছের কেয়াছ ও বিনা বীর্য্যপাতে সঙ্গম করাতে গোছল ফরজ না হওয়া সম্বন্ধে ওবাই বেনে কাব প্রভৃতির কেয়াছ।"

হাশিয়া ;—

তিনি বাহরোর রায়েকের কতক কথা ছাড়িয়া দিয়াছেন, উহার সম্পূর্ণ এবারত এই ;—

و اما هدايا الامراء فى زماننا قال الشيخ محمد بن الفضل ترد على اربابها و قال الامام ابو بكر محمد بن حامد توضع فى بيت المال . كان الشيخ ابو القاسم الحكيم يقبل هدية السلطان و يأخذها *

বর্ত্তমান জামানার আমিরদিগের উপহারগুলি সম্বন্ধে শেখ মোহম্মদ বেনেল ফজল বলিয়াছেন, আমিরগণ যাহাদের নিকট হইতে উহা আদায় করিয়াছিল, তাহাদ্দিগকে ফেরত দিবে। এমাম আবুবকর মোহম্মদ বেনে হামেদ বলিয়াছেন, উহা বয়তুল মাল তহবিলে স্থাপন করিবে। শেখ আবুল কাছেম হাকিম বাদশার উপহার কবুল করিতেন ও লইতেন।"

ফাতাওয়ায় এবনে তায়মিয়া, ১/১২ পৃষ্ঠা ;—

كان السلف يحترزون فى الاطعمــة و الثياب من الشبهات الناشئة من المكاسب الخبيثة ☐

প্রাচীন বিদ্বানগণ সন্দেহযুক্ত খাদ্য ও বস্ত্রগুলি হইতে পরহেজ করিতেন, যাহা নাপাক ব্যবসায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

তাজকেরাতোল হোফ্ফাজ, ১/১৫১ পৃষ্ঠা ;—

لا يقبل جرائز السلطان *

এমাম আবু-হানিফা বাদশার দানগুলি কবুল করিতেন না।

জৌনপুরী মাওলানা প্রাচীন বিদ্বানগণ, এমাম আবু হানিফা, শেখ মোহম্মদ ফজল ও এমাম আবুবকর মোহম্মদ বেনে হামেদের মত ত্যাগ করতঃ কেবল হাকিম আবুল কাছেমের মত পেশ করিলেন কেন? হাকিম ছাহেব কি তাঁহার এলাম? কোর-আন, হাদিছ এক বাক্যে অত্যাচারিদিগের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে বলেন, আর মাজমায়ল আন-হোরের মতে অত্যাচারি আমিরের উপর গ্রহণ করিতে হইবে কেন?

তফছিরে রুহোল-বায়ান, ২/১২৯ পৃষ্ঠা;—

হাদিছে আছে, আলেমগণ খোদার বান্দাগণের প্রতি রাছুলগণের বিশ্বাস ভাজন প্রতিনিধি—যতক্ষন না তাঁহারা বাদশার সহিত মেলামেশা করেন। যখন তাহারা উহা করেন, রাছুলগণের সহিত বিশ্বাস ঘাতকতা করিলেন, তোমরা এইরূপ আলেমদিগকে ভয় কর এবং তাঁহাদিগ

হইতে পৃথক থাক। তুমি জানিয়া রাখ, তোমার উপর ওয়াজেব এই যে, তুমি অত্যাচারিগণ হইতে পৃথক থাক, যেন তুমি তাহাদিগকে না দেখ এবং তাহারাও যেন তোমাদিগকে না দেখে, কেননা ইহা ব্যতীত নিরাপদতা আর কিছুই নাই। তুমি তাহাদের কার্য্যাবলীর অনুসন্ধান করিও না, তাহাদের অন্যান্য কর্ম্মচারীদের কথা দূরে থাকুক, তাহাদের নিয়োজিত এমাম ও মোয়াজ্জেনের নিকটে যাইও না। তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য যে ক্ষতি হয়, তাহার জন্য দুঃখিত হইওনা। অনেক সময় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর এই হাদিছটি স্মরণ কর, যদি কোন ব্যক্তি কোরআন পড়িয়া ও দ্বীনের ফেকহ শিক্ষা করিয়া তোষামোদ ও অর্থ লাভ উদ্দেশ্যে বাদশার দরবারে গমণ করে, তাহার গোনার পরিমাণে দোজখের অগ্নিতে প্রবেশ করিবে।

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, এই উম্মত সর্ব্বদা আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে থাকিবে—যত দিবস আলেমগণ আমিরগণের পক্ষপাতিত্ব না করেন।”

ইহাতে বুঝা যায়, অত্যাচারি আমিরগণের উপহার গ্রহণ করাও গোনাহ।

প্রতিপক্ষ মাওলানা বলিয়াছিলেন যে, এমামগণ কোরান ও হাদিছ হইতে সমস্ত মছলা বাহির করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার উচিত ছিল যে, সুদখোর ও ফাছেকে-মোলেনের দাওত কবুল করা জায়েজ হওয়ার মত কোরআণ ও হাদিছ হইতে বাহির করিয়া দেখান, কিন্তু তিনি তাহা দেখাইতে সক্ষম হন নাই। (হাশিয়া শেষ)

মেশকাত, ২৭৯ পৃষ্ঠা ;—

□ نهى رسول الله عن اجابة طعام الفاسقين

“রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ফাছেকদিগের (জিয়াফতের) খাদ্য কবুল করিতে নিষেধ করিয়াছেন।”

মাজাহেরে হক, ৩/১৫৫ পৃষ্ঠা ;—

“ যে কোন প্রকারের ফাছেক হউক, উহার দাওত খাওয়া

নিষিদ্ধ, উহার কারণ এই যে, অধিকাংশ ফাছেক খাদ্য সামগ্রীতে সাবধানতা অবলম্বন করে না, হারাম ভক্ষণ করিয়া থাকে, ফাছেক কখন অত্যাচারি হয়, আর অত্যাচারির অত্যাচারে সংগৃহীত খাদ্য সকলের মতে হারাম। আর উহার দাওত স্বীকার করিলে তাহাকে সন্তুষ্ট করা হয় এবং তাহার সম্মান করা হয়।"

এইরূপ আশেয়া-তোল্লামায়াতের ৩/১৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

মেরকাতের ৩/৪৫৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

و ایضاً ان الاجتناب عن طعامه زجراً له عن ارتكاب الفسق فيكون لطفاً فى الحقيقة *

ফাছেকের খাদ্য ভক্ষণ না করিলে, তাহাকে তাহার অপকার্য্য হইতে তাড়না করা হইবে, ইহা প্রকৃত পক্ষে তাহার প্রতি দয়ার কার্য্য করা হইবে।"

ফাতাওয়ায়-রশিদিয়া, ২/৮০ পৃষ্ঠা ;—

و قد رجب عليهم اهانته شرعاً *

"তাহাদের পক্ষে ফাছেকের অবমাননা করা শরিয়ত অনুযায়ী ওয়াজেব, ইহা তবইন, ফৎহোল-লাহেল মইন ও তাহতাবিতে আছে।"

এই কেতাবখানার নাম ছহিহ বোখারি, আকাশের নীচে জমিনের উপরে এত বড় ছহিহ কেতাব আর নাই, ইহার ৬৩৫/৬৩৬ পৃষ্ঠায় একটা লম্বা হাদিছ লিখিত আছে, উহার সারমর্ম্ম এই হজরত কা'ব বেনে মালেক, মোরারা বেনের রবি ও হেলাল বেনে ওমাইয়া তাবুক যুদ্ধে যোগদান করেন নাই। হজরত নবি (ছাঃ) যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি কারণে যুদ্ধে যোগদান কর নাই? তাঁহারা বলিলেন, আমরা সত্য কথা বলিব, আমরা বিনা অপত্তি যুদ্ধে যোগদান করি নাই।

উহার ২/৬৭৫ পৃষ্ঠা ;—

نهى النبي صلعم عن كلامي و كلام صاحبى فاجتنبت الناس كلامنا فلبثت كذلك حتى طال على الامر و ما من شيء اهم الى من ان اموت فلا يصلي علي النبى صلعم او يموت رسول الله صلعم فاكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمنى احد منهم و لا يصلى علي ☐

"হজরত কা'ব বলিলেন, (তখন) নবি (ছাঃ) আমার সহিত আমার সঙ্গীদ্বয়ের সহিত কথা বলিতে নিষেধ করিয়া দিলেন, ইহাতে লোকেরা আমার সহিত কথা ত্যাগ করিলেন, আমি এই অবস্থায় থাকিলাম, এমন কি আমার উপর ব্যাপার গুরুভার হইয়া পড়িল। আমার পক্ষে এই বিষয় ব্যতীত সমধিক চিন্তার বিষয় আর কিছুই ছিল না যে, আমি মরিয়া যাইব অথচ নবি (ছাঃ) এন্তেকাল করিয়া যাইবেন, অথচ আমি লোকদিগের নিকট ঐ অবস্থায় থাকিয়া যাইব কেহই আমার সহিত কথা বলিবে না বরং আমার জানাজা পড়িবেন না।"

আরও উহার ২/৬৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

و لا يكلمنى احد و اتي رسول الله صلعم فاسلم عليه و هو فى مجلسه بعد الصلوة فاقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام على ام لا (الى) حتى تسورت جدار حائط ابى قتادة و هو ابن عمي و احب الناس الى فسلمت عليه فو الله ما رد على السلام . حتى مضت اربعون ليلة من الخمسين اذا رسول الله يأتيني فقال ان رسول الله يأمرك ان تعتزل امرأتك و ارسل الى صاحبى مثل ذلك فقلت لامرأتى الحقى باهلك فتكونى عند هم حتى يقضى الله فى هذا الامر الخ *

হজরত কা'ব বলিয়াছেন ;—"এবং কেহই আমার সহিত কথা বলিত না, আর রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) নামাজের পরে নিজ উপবেশন স্থলে থাকিতেন, আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তঁহাকে ছালাম দিতাম, পরে আমি মনে মনে বলিতাম, তিনি আমার ছালামের উত্তর দিতে ওষ্ঠদ্বয় নাড়াইলেন কিনা?.........এমনকি আমি আবু কাতাদার উদ্যানের প্রাচীরে আরোহন করিলাম, তিনি আমার চাচত ভাই (পতৃিব্য তনয়) এবং লোকদিগের মধ্যে আমার নিকট সমধিক প্রিয়পাত্র। তৎপরে আমি তাঁহাকে ছালাম দিলাম, খোদার শপথ, তিনি আমার ছালামের উত্তর দিলেন না, এমন কি ৫০ দিবসের মধ্যে ৪০ দিবস অতিবাহিত হইলে, হঠাৎ রাছুলুল্লাহর (ছাঃ) প্রেরিত ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাকে আদেশ দিতেছেন যে, তুমি তোমার স্ত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাও, আর হজরত আমার সঙ্গীদ্বয়ের নিকট ঐরূপ লোক পাঠাইলেন। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম, তুমি তোমার আত্মীয়দের সহিত মিলিত হও এবং তাহাদের সহিত থাক, যতক্ষণ (না) আল্লাহ এই বিষয়ে মীমাংসা করেন।"

এই ছহিহ হাদিছে সপ্রমাণ হইল যে, তিনজন ছাহাবা বিনা কারণে জেহাদে যোগদান করে নাই, এই গোনাহর জন্য হজরত নবি (ছাঃ) ও তাঁহার ছাহাবাগণ তাঁহাদিগকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন।

ফাছেকদিগের জিয়াফত কবুল করা নাজায়েজ হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কি হইবে?

তৎপরে মাওলানা আবদুল কদির ছাহেব দন্ডায়মান হইয়া বলিলেন, যে স্থলে জুজইয়াত উল্লিখিত না হয়, তথায় হারামের হুকুম বলবৎ হইয়া থাকে। ফেকহের জুজয়াৎ মসলা হইতে বুঝা যায় যে, যাহার অধিকাংশ মাল হালাল, তাহার দাওত কবুল করা জায়েজ হইবে। যাহার অধিকাংশ মাল হালাল, তাহার দাওত গ্রহণ করা নিষিদ্ধ হওয়ার একটা প্রমাণ আমার প্রতিপক্ষ ফেকহ হইতে পেশ করুন।

কোরআন শরিফে আছে ;—

افتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض *

"তোমরা কি কোরআণের কতকাংশ বিশ্বাস করিয়া থাক এবং কতকাংশ অমান্য করিয়া থাক," ইহা য়িহুদীদিগের সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছিল।

আমার প্রতিপক্ষ আশবাহ-অন্নাজায়ের কেতাবে উক্ত রেওয়াএত ছাড়িয়া দিয়াছেন—যাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে যে, উপহার দাতার অধিকাংশ মাল হালাল হইলে, তাহার উপহার গ্রহণকরা জায়েজ হইবে। আর তিনি রেওয়াএত বর্ণনা করিয়াছেন, হামাবি উহা রদ করিয়াছেন। বিদেশে আমাদের নিকট আশবাহ-অন্নাজায়ের কেতাব নাই, যদি আপনি উক্ত কেতাবখানা আমাকে দেন, তবে আমি ইহা দেখাইয়া দিব। কোর-আন ও হাদিছে যে ফাছেকদিগের সহিত বর্জ্জন নীতি অবলম্বন করার কথা আছে, ইহা পরহেজগারদিগের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। ইহা বলিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন।

তৎপরে মাওলানা রুহুল আমিন ছাহেব দণ্ডায়মান হইয়া-বলিলেন, আশবাহ-অন্নাজায়ের (কিম্বা বাজ্জাজিয়া), তামারতাশি ও মোলতাকাৎ কেতাবে রেওয়াএত আছে যে, যাহার অধিকাংশ মাল হালাল তাহার উপহার কবুল করা ও মাল খাওয়া জায়েজ, আর যাহার অধিকাংশ মাল হারাম তাহার উপহার কবুল করিবে না ও মাল ভক্ষণ করিবে না কিন্তু যদি সে বলে যে, ইহা আমার উত্তরাধিকারি সূত্রে প্রাপ্ত হালাল মাল কিম্বা কর্জ্জ করা মাল।

এই রেওয়াএতটি সুদখোরের জন্য কথিত হয় নাই, বরং যে সুদখোর সুদ ত্যাগ করিয়াছে, বর্ত্তমানে তাহার নিকট অনেকগুলি হারাম টাকা রহিয়া গিয়াছে, কিম্বা কেহ উত্তরাধিকারি সূত্রে অনেক গুলি হারাম টাকা প্রাপ্ত হইয়াছে, এইরূপ লোকের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, কেননা........যদি সে বর্ত্তমানে সুদখোর হয় কিম্বা কোন হারাম অর্থ উপার্জন করিতে থাকে, তবে সে ফাছেক হইবে। আর ফাছেকের কথা 'দীনয়াত' সম্বন্ধে গ্রাহ্য হইতে পারে না, দোর্রোল

মোখতারে ও হেদায়াতে লিখিত আছে ;—

(لا تقبل شهادة من) يأكل الربا *

" যে ব্যক্তি সুদ খায়, তাহার সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইবে না।"

হেদায়ার ৪/৪৫২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, 'দীনায়াত' সম্বন্ধে ফাছেকের কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে। পানি পাক কিম্বা নাপাক, ইহা উহার অন্তর্গত। উহার ৪৫৩ পৃষ্ঠার হাশিয়াতে লিখিত আছে, খাদ্য সামগ্রী হারাম কিম্বা হালাল, ইহাও উহার অন্তর্গত।

উপরোক্ত রেওয়াএতে আছে যে, সে যদি বলে যে, আমার এই টাকা আমার পৈত্রিক কিম্বা কৰ্জ্জ করা হালাল, তবে তাহার কথা গ্রাহ্য হইবে, ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ইহা বৰ্ত্তমানে যে ব্যক্তি সুদখুরি করে কিম্বা হারাম উপাৰ্জ্জন করে, তাহার সম্বন্ধে কথিত হয় নাই।

আমি ছাহারাণপুরের মুফতি ছাহেবের নিকট এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম ;—

যদি মোলতাকার রেওয়াএতের স্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে যেহেতু সুদখোর কিম্বা হারাম উপাৰ্জ্জনকারী ফাছেক হইয়া থাকে, এইহেতু তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণীয় হইতে পারে না।

যদি উহার এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, যে সুদখোর কিম্বা হারাম উপাৰ্জ্জনকারী হারাম উপাৰ্জ্জন ত্যাগ করিয়া তওবা করিয়াছে, তাহার উপহার ও জিয়াফত কবুল করা যাইবে, তবে তামারতাশি ও মোলতাকার রেওয়াএতের মধ্যে কোন প্রকার প্রভেদ থাকিবে না।

তদুত্তরে মুফতি ছাহেব লিখিয়াছেন ;—

رها یه سوال که سود خوار کا قول حلت و حرمت کے بارے میں کیسے قبول کیا جائے جبکہ وہ فاسق ہے تو ایک احتمال جواب میں وہ بھی ہے جو آپنے ذکر کیا *

"বাকি থাকিল এই প্রশ্ন যে, হালাল হারাম হওয়া সম্বন্ধে সুদ

খোরের কথা—যখন সে ফাছেক, কিরূপে গ্রাহ্য হইবে?

ইহার জওয়াবে আপনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাও সম্ভব হইতে পারে।"

উপরোক্ত বিবরণে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, কোরআন হাদিছে যেরূপ ফাছেকের জিয়াফত কবুল করা নিষিদ্ধ সাব্যস্ত হইয়াছে, ফেকহের উভয় প্রকার রেওয়াএতে তাহাই সাব্যস্ত হইল। কোরআণ, হাদিছ ও ফেকহের রেওয়াএতে কোন বিরোধ থাকিল না।

মাওলানা দাবি করিয়াছেন যে, কোর-আন হাদিসে কেবল পরহেজগারদিগের জন্য ফাছেকের জেয়াফত কবুল করা নিষিদ্ধ হইয়াছে, ইহা বাতীল দাবি, কারণ কোরআন ও হাদিছের শব্দে বুঝা যায় যে, সকলের জন্য ইহা নিষেধ করা হইয়াছে।

তিনি আমার নিকট ফেকহের এইরূপ রেওয়াএত তলব করিয়াছেন যে, যাহার অধিকাংশ মাল হালাল হইলেও তাহার উপহার ও জিয়াফত কবুল করা নাজায়েজ হয়, উহা আশবাহ অন্নাজায়েরের ১৩৬ পৃষ্ঠার হাশিয়ার রেওয়াএত, উহা এই ;—

"তামারতাশি কেতাবে আছে, এক ব্যক্তির হালাল টাকা কড়ি আছে, উহার সহিত সুদ, ঘুষ, যুদ্ধোপার্জ্জিত গোপন করা মাল, বাণিজ্যের হারাম মাল, কাড়িয়া লওয়া মাল, অপহরণ করা, গচ্ছিত হরণ করা কিম্বা এতিমের মাল মিলিত হইয়াছে, ইহাতে তাহার সমস্ত মাল সন্দেহযুক্ত হইয়াছে, কাহারও পক্ষে তাহার সহিত শরিক হওয়া, তাহার উপহার গ্রহণ করা এবং তাহার বাটিতে খাওয়া জায়েজ নহে।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, অল্প সংখ্যক মাল হারাম হইলেও তাহার জিয়াফত কবুল করা জায়েজ নহে।

ইতিপূর্বে ফাতাওয়ায় রশিদিয়ার ১/১১১ পৃষ্ঠা হইতে বর্ণনা করিয়াছি যে, অধিকাংশ মাল হালাল ও অল্প সংখ্যক মাল হারাম হইলেও তাহার উপহার ও দাওত কবুল করা জায়েজ নহে।

মেশকাতের ২৪১ পৃষ্ঠায় এই হাদিছটি উল্লিখিত হইয়াছে ;—

الحلال بين والحرام بين و بينهما مشتبهات فمن اتقي الشبهات استبرأ لدينه و عرضه ومن وقع فيها وقع في الحرام *

"হজরত নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, হালাল প্রকাশ্য, হারাম প্রকাশ্য এবং এতদুভয়ের মধ্যে সন্দেহযুক্ত বিষয় সকল আছে, অনন্তর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলি হইতে পরহেজ করিল, সে ব্যক্তি নিজের 'দীন' ও সম্ভ্রম রক্ষা করিল, আর যে ব্যক্তি উহার অনুষ্ঠান করিল, সে ব্যক্তি হারামে পতিত হইল।"

তামারতাশির উক্ত রেওয়াএত উক্ত হাদিছের মর্ম্মের সহিত খাপ খাইতেছে, কাজেই এই রেওয়াএত গ্রহণীয় হইবে।

মেশকাতের ২৪৫ পৃষ্ঠায় এই হাদিছটি লিখিত আছে ;—

ليأتين على الناس زمان لا يبقى احد الا اكل الربا فان لم يأكل اصابه من بخاره و فى رواية من غباره ☐

"হজরত বলিয়াছেন, লোকদিগের উপর এরূপ এক সময় উপস্থিত হইবে যে, এমন একজন বাকী থাকিবে না যে, সুদখোর না হয়। যদি সুদখোর নাই হয়, তবে উহার ধুম, অন্য রেওয়াএতে আছে উহার ধুলি তাহার উপর পতিত হইবে।

মেরকাত, ৩/৩১১ পৃষ্ঠা ;—

و المراد من بخاره اثره و ذلك ان يكون اكلا من ضيافة اكله او هديته *

"উহার ধুমের অর্থ উহার চিহ্ন, যথা—সে সুদখোরের জিয়াফত কিম্বা উপহার ভক্ষণ করিবে।"

এই হাদিছে নবি (ছাঃ) সুদখোরের জিয়াফত কিম্বা উপহার গ্রহণকারীকে সুদখোর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

তাহতাবির ১/১৪৭ পৃষ্ঠায় এই হাদিছটি দোয়া কুনুত সম্বন্ধে উল্লিখিত হইয়াছে ;—

□ و نترك من يفجرك

"আমারা ফাছেকদিগকে বর্জ্জন করিয়া থাকি।"

এইস্থলে ৩৬০ দিবস ফাছেক দিগকে ত্যাগ করার অঙ্গীকার করা হইতেছে, আর প্রত্যেক দিবস সুদখোরের জিয়াফত কবুল করিয়া এই অঙ্গীকার ভঙ্গ করা জায়েজ হইবে কি?

হাশিয়া নং (৩)

মাওলানা জৌনপুরী ছাহেব কোরআণের আয়ত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, য়িহুদীরা কোর-আনের কতকাংশ মান্য করিত আর কতকাংশ অমান্য করিত, তাহার বলার উদ্দেশ্য এই যে, আমি আশবাহ কেতাবের কতকাংশ মান্য করিতেছি, আর কতকাংশ ত্যাগ করিতেছি, এই স্থলে আমার প্রথম কথা এই যে, জৌনপুরী মাওলানা মোকাল্লেদ, আর তাঁহার নিজের দাবি অনুসারে মোকাল্লেদের ফেকহ ব্যতীত কোরআন ও হাদিছ হইতে দলীল আনা নাজায়েজ, কাজেই তিনি নিজের দাবির বিপরীত কার্য্য করিলেন কেন?

দ্বিতীয় মছজেদে-জেরারের মছলা ফেকহ শরিফে নাই, উহা কোরআন শরিফ ও তফছিরে আছে, তিনি এই মছলায় কোরআন ও হাদিছ হইতে দলীল পেশ করিয়া থাকেন, পক্ষান্তরে ফাছেকের জিয়াফত নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল কোরআন ও হাদিছ হইতে পেশ করিলে, তাহার মোকাল্লেদিএত নষ্ট হইয়া যাইবে কেন? ইহাতে তিনি কোরআনের কতক গ্রহণ ও কতক ত্যাগ করিয়াছেন কিনা?

তৃতীয় আমি আশবাহ কেতাবের রেওয়াএত দ্বয়ের এরূপ সামঞ্জস্য করিয়া দেখাইয়াছি যে, উভয় রেওয়াএতের উপর আমল হইয়া যাইবে, কিন্তু জৌনপুরী মাওলানা একটি গ্রহণ ও অপরটী ত্যাগ করিয়াছেন।

* اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم

হাশিয়া শেষ।

তৎপরে বাহাছের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া মাওলানা আবদুল বাতেন

ছাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, আমরা সুদ হালাল বলি না। যাহারা আমাদের উপর দোষারোপ করিতেছে যে, আমরা সুদ হালাল করিয়াছি, ইহার বিচার একমাত্র খোদা করিবেন। ফকিহগণ হালাল হারামের মিশ্রিত মালের এক প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছেন, অধিকাংশ মাল হালাল হইলে, সমস্তই হালাল হইয়া যাইবে। টাকা কড়ি হালাল হারাম মিশ্রিত হইলে, হারামগুলি বাহির করিয়া ফেলিবে, কিন্তু ধান্য হালাল হারাম মিশ্রিত হইলে, এক্ষেত্রে অধিকাংশ হালাল হইলে, সমস্তই হালাল হইবে।

আমাদের প্রতিপক্ষ মাওলানা কারামত আলি সাহেবকে শালিষ মানিয়াছেন, তিনি জখিরায় কারামতের ২য় খণ্ডে ২৫৮ পৃষ্ঠায় হক্কোল একিন কেতাবে লিখিয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তির জিয়াফত কবুল করিবে না—যাহার অধিকাংশ মাল হারামের এবং অল্পাংশ হালালের হয়—যতক্ষণ না সে সংবাদ প্রদান করে যে, এই জিয়াফত হালাল মাল হইতে। আর যাহারা অধিকাংশ মাল হালাল ও অল্পাংশ হারাম হয়, তাহার জিয়াফত কবুল করিবে—যতক্ষণ না প্রকাশিত হয় যে, এই জিয়াফত হারাম মাল হইতে করা হইয়াছে।"

তৎপরে মাওলানা রুহুল আমিন ছাহেব দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, জৌনপুরী মাওলানা ছাহেব দাবি করিয়াছেন যে, অধিকাংশ মাল হালাল হইলে সমস্ত মাল হালাল হইয়া যাইবে, ইহা বাতীল দাবি। মনে ভাবুন, যদি এক সহস্র টাকা হালাল হয় এবং ৫০্ টাকা সুদ, ঘুষ, চুরি, ডাকাতির হয় তবে এই ৫০্ টাকা কখনও হালাল হইবে না। (মাওলানা বলেন, আমি সুদ হালাল বলি নাই, কিন্তু এস্থলে তিনি ৫০্ টাকা সুদ ঘুষের মাল হালাল বলিলেন কিনা?)

মাওলানা কারামত আলি ছাহেব জখিরা কেতাবে লিখিয়াছেন, প্রকাশ্য ফাছেকের জিয়াফত কবুল করিবে না। তৎপরে তিনি বলিয়াছেন, যাহার অধিকাংশ মাল হালাল হয় তাহার দাওত কবুল করিবে, আর যাহার অধিকাংশ মাল হারাম হয়, তাহার জিয়াফত কবুল করিবে না যতক্ষণ না সে বলে যে, ইহা হালাল মালের জিয়াফত।

ইহা সুদখোরের কথা নহে, কারণ সুদখোর মহা ফাছেক, একবার মাওলানা বলেন, ফাছেকের জিয়াফত কবুল করিবে না। দ্বিতীয় বার তিনি বলেন, সুদখোরের জিয়াফত কবুল করিবে, তিনি এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ফৎওয়া দিতে পারে না। দ্বিতীয় ইহা সুদখোরের ব্যবস্থা হইলে, তাহার কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না, কিন্তু এই স্থলে তাহার কথা বিশ্বাস করা হইতেছে। তৃতীয় প্রথমে তিনি ফাছেকের জিয়াফত নিষেধ করিয়াছেন, পরে সুদখোরের জিয়াফত কবুল করার কথা হইলে, সুদখোরের ফাছেক না হওয়া প্রমাণিত হয়। এইহেতু স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি সুদখুরি ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু তাহার নিকট সুদের টাকা জমা রহিয়াছে, কিম্বা অন্য কোন প্রকারে কিছু হারাম মালের অধিকারি হইয়াছে, কিন্তু এখন কোন প্রকার ফাছেকি কার্য্য করে না, তাহার সম্বন্ধে এই মছলা কথিত হইয়াছে। ইনি আরবি কেতাবও বুঝিতে পরেন না এবং নিজের দাদার উরদু এবারতও বুঝিতে পারেন না।

আমি সাধারণ লোকদিগকে বলিতেছি, যদি এক গ্লাস শরবত থাকে এবং উহাতে ১০ বিন্দু মল কিম্বা মূত্র নিক্ষেপ করা হয়, তবে কি হইবে?

মেশকাতের ২৭৯ পৃষ্ঠায় এই হাদিছটি আছে ;—

ان النبی صلي الله عليه و سلم نهي عن طعام المتباريين ان يؤكل رواه ابو داؤد *

"নিশ্চয় নবি (ছাঃ) প্রতিদ্বন্দ্বীকারিদ্বয়ের জিয়াফত খাইতে নিষেধ করিয়াছেন।"

মাজাহেরে-হকের ৩/১৫৫ পৃষ্ঠায় উহার অর্থে লিখিত হইয়াছে;

"যে ব্যক্তিদ্বয় জিয়াফতের খাদ্য খাইয়া একে অন্যের উপর জয়যুক্ত হইতে ও নাম জাহির করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের দাওত কবুল করিবে না।" ইহাতে ফাছেকের দাওত কবুল করা নিষিদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হয়।

মূল কথা, কোর-আন, হাদিছ ও ফেকহের রেওয়াএত দ্বারা

ফাছেকের দাওত স্বীকার করা নিষিদ্ধ হওয়া প্রমাণিত হইল, সুদখোর মস্ত ফাছেক, কাজেই তাহার দাওত স্বীকার করা নিষিদ্ধ হইবে।

তৎপরে সভার কর্ত্তৃপক্ষদিগের মত লইয়া মাওলানা রুহল আমিন ছাহেব সভা ভঙ্গ করেন, অমনি আল্লাহো আকবর রবে আকাশ পাতাল প্রকম্পিত হইতে থাকিল। সভাস্থল হইতে প্রায় সমস্ত লোক চলিয়া গেলেন, কেবল কতকগুলি লোক জৌনপুরী মাওলানা-দিগের সঙ্গে থাকিয়া গেলেন।

হাশিয়া ;— নং (৪)

যদি কেহ বলেন, মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবি ছাহেব মজমুয়া-ফাতাওয়ার ১/২০৮, ২৭৩, ২৭৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন— সুদখোর, বেশ্যা প্রভৃতির অধিকাংশ মাল হালাল হইলে তাহার দাওত কবুল করা জায়েজ হইবে।

তদুত্তরে বলি, তিনি উক্ত ফাতাওয়ার ৩/১২০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন

دعوت فاسق معلن و اكل ربوا و كسى كه غالب مال او حرام باشد قبول نكرده شود و اگر او خبر دهد كه اين از مال حلال است بوراثت بمن رسيده يا قرض گرفته ام ـ آن زمان قبول كردن جائز است و اگر غالب مال حلال باشد قبول كردن جائز است ـ مگر اينكه متيقن شود كه اين دعوت از حرام است آن زمان جائز نيست در عالمگيريه مي آرد و لا يجيب دعوة الفاسق المعلن يعلم انك غير راض بفسقه و كذا من غالب ماله من حرام مالم يخبر انه حلال و بالعكس يجيب مالم يتبين عنده انه حرام كذا فى التمرتاشى ٭

প্রকাশ্য ফাছেকের, সুদখোরের এবং যাহার অধিকাংশ মাল হারাম হয় তাহার দাওত কবুল করা যাইবে না। আর যদি শেষোক্ত ব্যক্তি সংবাদ দেয় যে, এই মাল হালাল—উত্তরাধিকারিসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি, কিম্বা কর্জ্জ লইয়াছি, সেই সময় উহা কবুল করা জায়েজ

হইবে। আর যদি অধিকাংশ মাল হালাল হয়, তবে তাহার দাওত কবুল করা জায়েজ হইবে, কিন্তু যদি দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, এই দাওত হারাম হইবে, সেই সময় উহা কবুল করা জায়েজ নহে। আলমগিরিতে আছে, প্রকাশ্য ফাছেকের দাওত কবুল করিবে না, যেন সে বুঝিতে পারে যে, নিশ্চয় তুমি তাহার ফাছেক কার্য্যে নারাজ আছ। এইরূপ যাহার অধিকাংশ মাল হারাম তাহার দাওত কবুল করিবে না— যতক্ষণ না সে সংবাদ দেয় যে, উহা হালাল। ইহার বিপরীত হইলে দাওত কবুল করিবে—যতক্ষণ না তাহার পক্ষে প্রকাশিত হয় যে, নিশ্চয় উহা হারাম, ইহা তামারতাশিতে আছে।"

তৎপরে তিনি লিখিয়াছেন ;—

মাজমায়োল বারাকাতে আছে—যে জিয়াফত সুনাম লাভের জন্য করা হইয়াছে, উহা কবুল করিবে না। ইহা শোরয়াতোল ইছলামে আছে।

ইহাতে বুঝা যায় যে, তিনি ফাছেক ও সুদখোরের দাওত কবুল করা নাজায়েজ বলিয়াছেন, পরে বলিতেছেন যে, যে ব্যক্তি সুদখোর কিম্বা ফাছেক নহে, কিন্তু তাহার অধিকাংশ মাল হারাম, তাহার জিয়াফত কবুল করা নাজায়েজ, ইহা সুদখোরের মছলা নহে। কেননা পরে তিনি বলিতেছেন, যদি সে বলে যে, ইহা হালাল মালের জিয়াফত, তবে উহা কবুল করা জায়েজ হইবে। এস্থলে এই লোকের কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইতেছে, আর সুদখোরের কথা এইরূপ স্থলে গ্রহণীয় হইতে পারে না, কাজেই ইহা সুদখোরের মছলা হইতে পারে না। পাঠক, মাওলানা আবদুল হাই ছাহেব এক স্থলে সুদখোরের দাওত কবুল করা জায়েজ বলিতেছেন, অন্য স্থলে নাজায়েজ বলিতেছেন।

আরও তিনি তৃতীয় খন্ডের ১৩১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

مال اگر بدین وجه مشکوک گردیده که وجهی دال بر حرمت اوست و وجهي دال بر حلت او - پس این چنین مال حرام است در اشباه می آرد - اذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام □

"মাল যদি এই জন্য সন্দেহযুক্ত হয় যে, এক দলীলে হারাম বুঝা যায় এবং অন্য দলীলে হালাল বুঝা যায়, তবে এইরূপ মাল হারাম হইবে। আশবাহ কেতাবে আছে, হালাল ও হারাম একত্রিত হইলে, হারাম বলবৎ হইবে।"

এই হিসাবে ফাছেক ও সুদখোরের দাওত কবুল করা নাজায়েজ হইবে। দ্বিতীয় মাওলানা আবদুল হাই ছাহেবের প্রত্যেক ফৎওয়া গ্রহণীয় নহে।

তিনি ফৎওয়ার ১/৩৩৯ ও ২/৪০১ পৃষ্ঠায় মিলাদ শরিফের কেয়ামকে বেদয়াত বলিয়াছেন।

তিনি উহার ২/৩৬ পৃষ্ঠায় ও ১/২০৪ পৃষ্ঠায় জোয় অক্ষর দ্বারা জাল্লীন পড়িতে ফৎওয়া দিয়াছেন।

তিনি ৩/৩৮ পৃষ্ঠায় বেশ্যার বেশ্যাবৃত্তির টাকা হালাল বলিয়াছেন। তিনি মানুষ ছিলেন, তাঁহার প্রত্যেক ফৎওয়া যে সত্য হইবে, ইহার দাবি করা চলে না। কাজেই সুদখোরের সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম ফৎওয়া ছহিহ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

হাশিয়া নং (৫)

যদি কেহ বলেন, মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব এমদাদোল-ফাতাওয়ার ১/১৫০ ও ১৭২ পৃষ্ঠায় যে সুদখোরের অধিকাংশ মাল হালাল হয়, তাহার দাওত কবুল করা জায়েজ বলিয়াছেন।

তদুত্তরে আমরা বলিব, এস্থলে মাওলানা ভ্রম করিয়াছেন, যেহেতু তিনি কোরআন ও হাদিছের স্পষ্ট আদেশের বিপরীত ফৎওয়া দিয়াছেন, আমরা যে এমাম আজমের মজহাববলম্বী—যদি তিনি অজানিত ভাবে কোন মছলায় কোর-আন ও হাদিছের খেলাফ করিয়া থাকেন, তবে আমরা সেই মসলায় তাহার তাবেদারি করিতে পারি না।

মিজানে শায়ারাণি, ৫৯ পৃষ্ঠা ;—

কেহ কেহ বলিয়াছেন, এমাম আবু হানিফা কোরআন ও হাদিছের বিপরীতে কেয়াছ করিয়াছেন। ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এই যে,

এমাম আজম তৎসম্বন্ধে কোন ছহিহ হাদিছ প্রাপ্ত না হওয়ার জন্য কেয়াছি ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এন্তেকালের পর একটী হাদিছ ছহিহ সপ্রমাণ হইয়াছিল, তাঁহার মতাবলম্বীগণ উক্ত ছহিহ হাদিছ ত্যাগ করতঃ এমামের কেয়াছি ব্যবস্থা মান্য করিয়া থাকেন। ইহাতে এমাম আজম নির্দ্দোষ হইলেন, তাঁহার মতাবলম্বীগণ দোষী হইবেন। যদি তাঁহারা বলেন যে, আমাদের এমাম এই হাদিছটী গ্রহণ করেন নাই, এই কথাটী গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ ইহা সম্ভব যে, উক্ত এমাম হাদিছটী অবগত হইতে পারেন নাই, কিম্বা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু উহার ছহিহ ছনদ প্রাপ্ত হন নাই। ইতিপূর্ব্বে সমস্ত এমামের কথা উল্লিখিত হইয়াছে—“যখন কোন হাদিছ ছহিহ প্রমাণিত হয়। তখন উহাই আমাদের মজহাব হইবে।” হাদিছ থাকিতে কাহারও কেয়াছ ধর্ত্তব্য নহে, আল্লাহ্ ও রাছুলের তাবেদারি করাই গ্রহণীয় মত।”

শাহ আবদুল আজিজ ছাহেব ছুরা বাকারার তফছিরে ১২৮/১২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

এমাম মোজতাহেদ ও তরিকতের পীরগণের মধ্যে একজনের তাবেদারী করা ফরজ। এইরূপ সুলতান, স্বামী, পিতা-মাতা ও প্রভুর আদেশ পালন করা ফরজ; কিন্তু এই পাঁচ দলের আদেশ পালন করিতে একটি শর্ত্ত আছে; উহা এই যে, তাহাদের আদেশ নিষেধ আল্লাহ ও রাছুলের আদেশ ও নিষেধের বিপরীত না হয়। হজরত বলিয়াছেন, সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশ লঙ্ঘন করতঃ সৃষ্ট জীবের আদেশ পালন করা জায়েজ নহে।”

শাহ আবদুল আজিজ সাহেব ফাতাওয়ায়-আজিজির ১/১৬৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

“যদি কোন মুছলমান আরবি বিদ্যা শিক্ষা করায় অক্লেশে নিজ বিবেকবলে কোরআণ ও হাদিছ বুঝিতে সক্ষম হয়, আর এমন একটি হাদিছ দেখিতে পায়—যাহাকে সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ্ মোহাদ্দেছগণ ছহিহ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ছুন্নত-অল-জামায়াতের ফকিহগণের একদল উহার

প্রতি আমল করিয়াছেন, উদ্দেশ্য এই যে, উহা উম্মতের এজমার বিপরীত না হয়, বিশ্বাসভাজন টীকাকার ও হাশিয়া লেখক শিক্ষকগণ কর্তৃক উহা মনছুখ না হওয়ার কথা জানিতে পারে, সেই মুসলমানের পক্ষে ওয়াজেব হইবে যে, সে ব্যক্তি যে কোন মজহাবলম্বী হউক না কেন, উক্ত মছলাতে হাদিছের তাবেদারি করিবে। এইরূপ ক্ষেত্রে এই ধারণায় যে মজহাবের এমাম কোন দলীলের জন্য উহা ত্যাগ করিয়াছেন, শরিয়তের স্পষ্ট আদেশকে ত্যাগ করিবে না, এই পরিমাণ বিপক্ষতাবলম্বনে সে কখনও উক্ত মজহাব হইতে খারিজ হইবে না, যেরূপ চারি এমাম কর্তৃক স্পষ্টভাবে তাকিদ সহ সপ্রমাণ হইয়াছে যে, যে কেহ আমাদের মতের বিপরীতে ছহিহ হাদিছ প্রাপ্ত হয়, সে যেন হাদিছের উপর আমল করে, কেননা প্রকৃত পক্ষে ইহাই আমাদের মজহাব; এইরূপ হইবে না কেন, ইহার বিপরীত মত ধারণা করিলে বোজর্গদিগের ইমান নষ্ট হওয়ার দাবি করা প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে, যেন সে ব্যক্তি নিজ এমামের রছুল হওয়ার দাবি করিতেছে, জানিয়া শুনিয়া নিজের এমামকে রাছুলের আদেশ লঙ্ঘন জায়েজকারি হওয়ার ধারণা করে (নাউজোঃ)। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, প্রত্যেক মজহাবের গোনাহগারেরা নিজের এমামের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও উক্ত মজহাব হইতে খারিজ হয় না, এসূত্রে নিজের নবীর কথার অনুসরণ করিয়া কিরূপে মজহাব হইতে খারিজ হইবে? প্রশ্নকারি যে আয়তগুলি নবি (ছাঃ)এর অনুসরণ করা সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, এইরূপ ক্ষেত্রের জন্যই কথিত হইয়াছে। এইরূপ বিষয়ে কোন লোকের আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে যদি মজহাবাবলম্বিগণ অনুসন্ধান করেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, এই তকলিদের বিপদ তাহাদিগকে এতদুর টানিয়া লইয়া গিয়াছে যে, তাহারা প্রত্যেক ফকিহর কথাকে হাদিছের বিপরীতে পেশ করিয়া থাকেন এবং প্রবল প্রতিপন্ন করেন, ইহা এই পর্য্যায়ভুক্ত হইবে যে, বিদ্বানগণকে পয়গম্বরি পর্য্যন্ত বরং খোদা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছে। কেননা ছহিহ তেরমেজির হাদিছে আসিয়াছে যে, আদি বেনে হাতেম জনাব নবি (ছাঃ)এর নিকট এই আয়াতের

তফছির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ;—

اتخذوا احبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله *

"তাহারা খোদাকে ত্যাগ করিয়া নিজেদের বিদ্বান ও তাপসগণকে 'রব' স্থির করিয়া লইয়াছিল।" তাহারা কি উক্ত লোকদিগকে খোদারূপে পূজা করিত এবং খোদা জানিত? তদুত্তরে হজরত বলিলেন, তাহারা ইহাদের কথা অনুসারে হালাল ও হারাম জানিত আদি বেনে হাতেম বলিলেন, হ্যাঁ। হজরত বলিলেন, ইহাই 'রব' স্থির করার অর্থ।

তফছিরে-আজিজি, ছুরা বাকারা, ১২৮ পৃষ্ঠা ;—

و اطاعت غیر او تعالی نیز بالاستقلال کفر است و معنی اطاعت غیر باستقلال انست که او را مبلغ احکام او نداشته و بقة اطاعت او در گردن اندازد - و تقلید او لازم شمارد و باجود ظهور مخالفت حکم او با حکم او تعالی دست از اتباع او بر ندارد و اینهم نوعیست از اتخاذ انداد که در أیة اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم *

"আল্লাহতায়ালা ব্যতীত মোস্তাকেল ভাবে অন্যের তাবেদারি করা কাফেরি। মোস্তাকেলভাবে অন্যের তাবেদারি করার অর্থ এই যে, তাহাকে আহকামের প্রচারক না জানিয়া তাহার আনুগত্যের রজ্জু নিজের গ্রীবাদেশে স্থাপন করে এবং তাহার তকলিদ লাজেম ধারণা করে। তাহার আদেশ আল্লাহতায়ালার আদেশের বিপরীত হওয়া প্রকাশিত হইলেও তাহার তাবেদারি ত্যাগ না করে, ইহাও এক প্রকার শরিক বানান হইবে, যাহা এই আয়তে আছে—তাহারা আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া নিজেদের বিদ্বান ও তাপসগণকে ও মছিহ বেনে মরিয়মকে রব বানাইয়াছে।"

শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব 'হোজ্জাতোল্লাহেল-বালেগা' কেতাবের

১২৩-১২৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

এবনো হাজেম বলিয়াছেন, তকলিদ (অপরের কথা মান্য করা) হারাম, ইহা উক্ত ব্যক্তির পক্ষে খাটিবে—যাহার এক মছলাতেও এজতেহাদের শক্তি আছে, আর যাহার পক্ষে অতি প্রকাশ্যভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যে, নিশ্চয় নবি (ছাঃ)ইহা আদেশ করিয়াছেন এবং ইহা নিষেধ করিয়াছেন এবং উহা মনছুখ হয় নাই, হয় হাদিছগুলি ও সেই মছলা সম্বন্ধে পক্ষ ও বিপক্ষের কথাগুলি অনুসন্ধান করিয়া উহার মনছুখ হওয়ার প্রমাণ না পায়, কিম্বা বিরাটদল সুদক্ষ আলেমকে উক্ত হাদিছের প্রতি আমল করিতে দেখে, পক্ষান্তরে বিরূদ্ধবাদিকে কেবল কেয়াছ, এজতেহাদ কিম্বা তত্তুল্য বিষয় দলীল পেশ করিতে দেখে, এইরূপ অবস্থায় নবি (ছাঃ)এর হাদিছের বিরুদ্ধাচরণ করার কারণ স্পষ্ট মোনাফেকি কিম্বা স্পষ্ট নির্ব্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই হইবে না। শাএখ এজ্জুদ্দিন বেনে আবদুছ ছালাম ইহার দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন, যেহেতু তিনি বলিয়াছেন, ইহা অতি বিস্ময়কর ব্যাপার যে, মোকাল্লেদ ফকিহগণের মধ্যে কেহ কেহ নিজ এমামের দলীলের দুর্ব্বলতা অবগত হইয়া থাকেন, কেননা উহার দুর্ব্বলতা দুরীকরণের কোন সদুত্তর না পাওয়া সত্ত্বেও উক্ত বিষয়ে তাঁহার মত মান্য করিয়া থাকেন এবং নিজ এমামের মত আকড়াইয়া ধরিয়া থাকা হেতু উক্ত ব্যক্তিদের মত ত্যাগ করিয়া থাকেন—যাহারা কোরআণ, হাদিছ ও ছহিহ কেয়াছগুলি নিজ মতের প্রমাণ উপস্থিত করিয়া থাকেন, বরং কোরআন ও হাদিছের স্পষ্ট আদেশ প্রত্যাখ্যান করা উদ্দেশ্যে ছলনা করিয়া থাকেন এবং নিজ এমামের পক্ষ হইতে প্রতিবাদ কল্পে বাতিল অন্যায় 'তাবিল' করিয়া থাকেন।

আর উক্ত ব্যক্তির পক্ষে খাটিবে যে সাধারণ লোক হয় এবং কোন নির্দ্দিষ্ট ফকিহ ব্যক্তির মতাবলম্বন করে—ধারণা করে যে, তাঁহার তুল্য লোক কর্ত্তৃক ভুল হওয়া অসম্ভব, কিম্বা তিনি যাহা কিছু বলিয়াছেন, নিশ্চয় উহা সঠিক এবং অন্তরে এরূপ ধারণা পোষণ করে যে, তাঁহার মতের বিপরীত দলীল প্রকাশিত হইলেও তাঁহার মত

ত্যাগ করিবে না, ইহা অবিকল উক্ত হাদিছের মর্ম্ম যাহা তেরমেজি আবি বেনে হাতেম হইতে রেওয়াএত করিয়াছেন, তিনি নবি (ছাঃ)কে এই আয়ত পড়িতে শুনিয়াছিলেন ;—

و اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله *

'আর তাহারা (য়িহুদী খ্রীষ্টানগণ) খোদাকে ত্যাগ করতঃ নিজেদের বিদ্বান ও তাপসগণকে 'রব' (প্রতিপালক) স্থির করিয়া লইয়াছে।" তিনি বলিলেন, নিশ্চয় ইহারা তাহাদের পূজা করিত না; কিন্তু যখন তাহারা ইহাদের জন্য কোন বস্তু হালাল করিয়া দিতেন, ইহারা তাহা হালাল ধারণা করিত এবং তাহারা ইহাদের জন্য যাহা হারাম করিয়া দিতেন, ইহারা তাহা হারাম জানিত।

এই এবনো-হাজমের কথা উক্ত ব্যক্তির পক্ষে খাটিবে না—যে নবি (ছাঃ) এর কথা ব্যতীত দীন স্থির করে না এবং আল্লাহ ও তাঁহার রছুল যাহা হালাল করিয়াছেন, তাহাই বলিয়া বিশ্বাস করে ও আল্লাহ ও তাঁহার রাছুল যাহা হারাম স্থির করিয়াছেন, তাহাই হারাম বলিয়া বিশ্বাস করে, কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তি নবি (ছাঃ)এর কথা, তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন কথার মধ্যে সমতা স্থাপন করার নিয়ম এবং তাঁহার কালাম হইতে ব্যবস্থা আবিষ্কার করার নিয়ম অবগত নহে, এইহেতু একজন সত্যপথ প্রাপ্ত আলেমের মতাবলম্বন করেন, কেননা তিনি নিজ ফৎওয়াতে সত্যপরায়ণ এবং প্রকাশ্যভাবে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ)এর হাদিছের অনুকরণে ফৎওয়া দিয়া থাকেন, যদি উক্ত হাদিছ তাহার মতের বিপরীত বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে বিনা তর্ক ও হঠকারিতা তৎক্ষণাৎ উক্ত মত ত্যাগ করেন। এইরূপ মজহাবমান্য করাকে কেহ কিরূপে এনকার করিতে পারে, অধিকন্ত নবি (ছাঃ) এর জামানা হইতে (এই পর্য্যন্ত) মুছলমানদিগের মধ্যে ফৎওয়া আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে। আমার উল্লিখিত নিয়মের বশবর্তী হওয়ার পরে সর্ব্বদা নির্দ্দিষ্ট লোকের নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করার এবং কখন একজনের নিকট এবং অন্যের নিকট ফৎওয়া জিজ্ঞাসা করার মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। আমরা কোন ফকিহ ব্যক্তির উপর ইমান আনি না যে, আল্লাহ তাহার

উপর ফেকহ্ অহি প্রেরণ করিয়াছেন এবং তিনি অভ্রান্ত। যদি আমরা তাঁহাদের কোন ব্যক্তির তাবেদারি করি, তবে এই কারণে যে, আমরা জানি যে, তিনি নিশ্চয় আল্লাহতায়ালার কোরআন ও নবি (ছাঃ)এর হাদিছের আলেম, তাঁহার কথা কোরআন ও হাদিছের স্পষ্টাংশ; কিম্বা উক্ত দলীলদ্বয় হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা না হইলে কোন ইমানদার কোন মোজতাহেদের তাবেদারি করিত না। আল্লাহ যে নবি (ছাঃ) এর তাবেদারি করা আমাদের উপর ফরজ করিয়াছেন, যদি তাঁহার কোন হাদিছ উপযুক্ত সনদে আমাদের গোচরীভূত হয় ও আমরা উহা ত্যাগ করতঃ উক্ত কেয়াছের তাবেদারি করি, তবে আমাদের চেয়ে মহা পাপী আর কে হইবে? আর যে দিবস লোকেরা সমস্ত জগতের প্রভুর দরবারে দণ্ডায়মান হইবে, তখন আমাদের কি ওজোর থাকিবে।

আরও তিনি একদোল-জিদের ৬৯-৭১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"মোজতাহেদের তকলিদ দুই প্রকার, ওয়াজেব ও হারাম। ওয়াজেব তকলিদ হাদিছের তাবেদারি করা, উহার বিবরণ এই যে, কোরআন ও হাদিছের অনভিজ্ঞ ব্যক্তি (কোরআন ও হাদিছ) অনুসন্ধান করার ও উহা হইতে মছলা আবিষ্কার করার শক্তি রাখে না, তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য এই যে, সে একজন ফকিহকে জিজ্ঞাসা করিবে যে এই মসলা সম্বন্ধে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর হুকুম কি? যখন তিনি উহার সংবাদ প্রদান করেন, সে উহার পয়রবি করিবে, উক্ত মসলা স্পষ্ট কোরআন ও হাদিছ হইতে গৃহীত হউক, কিম্বা উক্ত দলীলদ্বয় হইতে আবিষ্কৃত হউক, কিম্বা কোরান ও হাদিসে উল্লিখিত কোন মসলার নজির ধরিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হউক। এই সমস্ত ব্যবস্থাই পরোক্ষভাবে হইলেও নবি (ছাঃ)এর রেওয়াএত বুঝিতে হইবে। শতাব্দীর পরে শতাব্দী ধরিয়া এই তকলিদ ছহিহ হওয়ার প্রতি উম্মতেরা একমত করিয়াছেন। এই তকলিদের চিহ্ন এই যে, মোজতাহেদের কথার উপর আমল করার শর্ত্ত এই যে, উহা হাদিছের মোয়াফেক হয়। এই মোকাল্লেদ সাধ্যানুসারে সর্ব্বদা হাদিসের অনুসন্ধান করিবে, যখনই

উক্ত এমামের কথার বিপরীত কোন হাদিস প্রকাশিত হয় উহা ত্যাগ করতঃ হাদিসের প্রতি আমল করিবে; এমামগণ ইহার দিকে ইশারা করিয়াছেন। (এমাম) শায়েফি (রঃ) বলিয়াছেন, যদি হাদিছ ছহিহ হয়, তবে উহা আমার মজহাব। যদি তোমরা আমার কথা হাদিছের বিপরীত দেখ, তবে হাদিছের উপর আমল কর এবং আমার কথাকে প্রাচীরের উপর নিক্ষেপ কর। (এমাম) মালেক বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত প্রত্যেকের কথা প্রতিবাদের ও প্রত্যাখ্যান করার যোগ্য হইয়া থাকে। এমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমার দলীল বুঝিতে না পারে, তাহার পক্ষে আমার কথা দ্বারা ফৎওয়া দেওয়া উচিত নহে। দ্বিতীয় হারাম তকলিদ। উহা এই যে, মোকাল্লেদ কোন ফকিহর সম্বন্ধে ধারণা করে যে, তিনি এরূপ উন্নত পদে উপস্থিত হইয়াছেন যে, তাহার ভ্রম করা অসম্ভব, এইহেতু যখন উক্ত এমামের কথার বিপরীত কোন স্পষ্ট সহিহ হাদিস প্রাপ্ত হয়, উক্ত এমামের মত ত্যাগ করেনা, কিম্বা উক্ত মোকাল্লেদ ধারণা করে যে, যখন সে—উক্ত এমামের তকলিদ করিয়াছেন, তখন খোদা তাহার কথা মান্য করার আদেশ দিয়াছেন এবং সে ব্যক্তি উক্ত নির্ব্বোধের ন্যায় হইয়াছে যাহার উপর নিজের অর্থ ব্যয় করার নিষেধাজ্ঞা করা হইয়াছে, এইহেতু যদি সে কোন ছহিহ হাদিস প্রাপ্ত হয় এবং উহা ছহিহ হওয়ার প্রতি বিশ্বাস করে, তবে উহা গ্রহণ করে না, যেহেতু সে তকলিদের বন্ধন গলদেশে স্থাপন করিয়াছে, ইহা বাতীল এ'তেকাদ ও অকর্ম্মণ্য মত, ইহার কোন শরয়ি ও কেয়াছ প্রমাণ নাই, প্রাচীন লোকদের মধ্যে কেহই এরূপ করিতেন না। সে তাহার দাবিতে মিথ্যাবাদী, ইহাদের সম্বন্ধে এই আয়ত নাজিল হইয়াছিল ;—

انا على اثارهم مقتدون ☐

"এইরূপে প্রাচীন শরিয়তগুলি তহরিফ হইয়াছিল।"

আল্লামা শেহাবদ্দিন সৈয়দ মাহমুদ আলুছি তফছিরে রুহোল মায়ানির ৩/২৯৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন। ছুরা তওবার ৫ রুকুর আয়তে আছে।

اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله ✪

"তাহারা (য়িহুদী ও খ্রীষ্টানেরা) খোদাকে ত্যাগ করিয়া নিজেদের বিদ্বান ও তাপসগণকে 'রব' স্থির করিয়াছিল।"

بان اطاعوهم فی تحریم ما احل الله تعالی و تحلیل ما حرمه الله سبحانه و هو التفسیر الماثور عن رسول الله صلعم و الایة ناعیة علی کثیر من الفرق الضالة الذین ترکوا کتاب الله تعالی و سنة نبیه علیه الصلاة و السلام لکلام علمائهم و رؤسائهم و الحق احق بالاتباع فمتی ظهر وجب علی المسلم اتباعه و ان اخطأه اجتهاد مقلده ✱

"তাহারা বিদ্বান ও তাপসগণের তাবেদারি করিয়া আল্লাহতায়ালা যাহা হালাল করিয়াছেন, তাহা হারাম জানিত এবং যাহা আল্লাহ হারাম করিয়াছিল তাহা হালাল জানিত, হজরত নবি (ছাঃ) হইতে এইরূপ তফছির উল্লিখিত হইয়াছে। এই আয়ত অনেক ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ ঘোষণা করিতেছে, যাহারা নিজেদের বিদ্বান ও নেতাদিগের কথার জন্য আল্লাহতায়ালার কোরআন ও নবী (ছাঃ)এর হাদিছ ত্যাগ করিয়া থাকে। সত্য মতের তাবেদারি করা সমধিক উপযুক্ত। যখনই উহা প্রকাশিত হয়, মুসলমানের উপর উহার অনুসরণ করা ওয়জেব, যদিও নিজ এমামের এজতেহাদ উহাতে ভুল করিয়া থাকে।

মাওলানা আশরাফ আলি থানাবি সাহেব বায়ানোল কোরআনের ৪/১১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—

یہود و نصاری نے خدا کی توحید فی الطاعۃ کو چھوڑ کر اپنے علما اور مشایخ کو باعتبار طاعت کے رب

بنا رکھا ہے کہ انکی اطاعت تحلیل اور تحریم میں مثل اطاعت خدا کے کرتے ہیں کہ نص پر انکے قول کو ترجیح دیتے ہیں اور ایسی اطاعت بالکل عبادت ہے *

"য়িহুদী ও নাছারাগণ খোদার তাবেদারির তওহিদ ত্যাগ করিয়া তাবেদারির হিসাবে নিজেদের বিদ্বান ও পীরগণকে 'রব' বানাইয়াছিল, হালাল ও হারাম করা সম্বন্ধে খোদার তাবেদারির তুল্য তাহাদের তাবেদারি করিত, খোদার আদেশ অপেক্ষা তাহাদের কথাকে বলবৎ স্থির করিত এইরূপ তাবেদারি করা সম্পূর্ণ এবাদত হইবে।"

এমাম রাজি তফছিরে কবিরের ৪/৪৩৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

অধিকাংশ তফছিরকারক বলিয়াছেন, 'রব' বানাইবার মর্ম্ম ইহা নহে যে, য়িহুদী ও খৃষ্টানেরা বিদ্বান ও তাপসগণের সম্বন্ধে জগতের উপাস্য হওয়ার ধারণা করিত, বরং ইহারা তাহাদের আদেশ-নিষেধ ও তাহাদের অনুসরণ করিত। আদিবেনে হাতেম খৃষ্টান ছিলেন, নবি (ছাঃ) ছুরা বারায়াৎ (তওবা) পড়িতেছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া উক্ত আয়ত শুনিয়া বলিলেন, আমরা তাহাদের এবাদত করি না। ইহাতে হজরত বলিলেন, ইহা নহে কি যে, আল্লাহতায়ালার নির্দ্দেশিত হালালকে তাহারা হারাম করিয়াছিলেন, আর তোমরাও উহা হারাম করিয়া ছিলে? আরও তাহারা আল্লাহতায়ালার নির্দ্ধরিত হারামকে হালাল করিয়াছিল, তোমরাও উহা হালাল করিয়াছিলে? ইহাতে তিনি বলিলেন, হ্যাঁ হজরত বলিলেন, ইহাই তাহাদের এবাদত।

রাবি বলিয়াছেন, আমি আবু-আলিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম বনিইছরাইল সম্প্রদায়ের মধ্যে কিরূপে 'রব' বানান হইয়াছিল? ইহাতে তিনি বলিলেন, অনেক সময় তাহারা আল্লাহতায়ালার কেতাবে বিদ্বান ও তাপসগণের মতের বিপরীত মত পাইতেন, ইহাতে তাহারা তাহাদের মত গ্রহণ করিতেন এবং আল্লাহতায়ালার কেতাবের কথা অগ্রাহ্য করিতেন।

তৎপরে লিখিয়াছেন ;—

قال شيخنا و مولانا خاتمة المحققين و المجتهدين رضي الله عنه قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض مسائل و كانت مذاهبهم بخلاف تلك الايات فلم يقبلوا تلك الايات و لم يلتفتوا اليها و بقوا ينظرون الي كالمتعجب يعنى كيف يمكن العمل بظواهر هذه الآيات مع ان الرواية عن سلفنا و ردت على خلافها و لو تاملت حق التامل وجدت هذا الداء ساريا في عروق الاكثرين من اهل الدنيا ☐

"আমার শিক্ষক ও মাওলানা সূক্ষ্মতত্ত্ববিদ ও মোজতাহেদগণের শেষ বলিয়াছেন, আমি সত্যিই ঐরূপ একদল মজহাবাবলম্বী ফকিহকে পরিদর্শন করিয়াছি—আমি কতক মছলা সম্বন্ধে কোরআন শরিফের অনেক আয়ত তাহাদের নিকট পাঠ করিলাম, তাহাদের মজহাব উক্ত আয়তগুলির বিপরীত ছিল, কিন্তু তাহারা উক্ত আয়তগুলি কবুল করিলেন না এবং উহার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না এবং বিস্ময়ান্বিত ব্যক্তির ন্যায় আমার দিকে নিরীক্ষণ করিতে থাকিলেন অর্থাৎ এই আয়তগুলির স্পষ্ট মর্ম্মের উপর আমল করা কিরূপে সম্ভব হইবে? কেননা আমাদের প্রাচীন এমামগণ হইতে পর্য্যবেক্ষণ কর, তবে দুনইয়াদার অধিকাংশ লোকের শীরাতে এই ব্যধি প্রাবহিত হইতে দেখিবে।"

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ সাহেব কওলোল জমিল" কেতাবের ১১১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و منها ان لا يتكلم فى ترجيح مذاهب الفقهاء بعضها على بعض بل يضعها كلها على القبول بجملة و يتبع منها ما وافق صريح السنة و معروفها *

"তন্মধ্যে ফকিহগণের মজহাবগুলির মধ্যে একটিকে অপরটির চেয়ে প্রবল প্রতিপন্ন করিতে আলোচনা করিবেন, বরং মোটামুটি ভাবে সমস্তকে কবুল করিবে এবং তন্মধ্য হইতে স্পষ্ট ও প্রসিদ্ধ হাদিছের যাহা মোয়াফেক হয়, তাহার তাবেদারি করিবে।"

রদ্দোল-মোহতার, (পুরাতন ছাপা), ১/৭০ পৃষ্ঠা ;—

نقل العلامة بيرى فى اول شرحه على الاشباه عن شرح الهداية لابن الشحنة و نصه اذا صح الحديث و كان على خلاف المذهب عمل بالحديث و يكون ذلك مذهبه و لا يخرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به فقد صح عنه انه قال اذا صح الحديث فهو مذهبى و قد حكى ذلك ابن عبد البر عن ابي حنيفة و غيره من الائمة اه و نقله الامام الشعرانى عن الائمة الاربعة *

আল্লামা "বিরি, আশবাহ কেতাবের টীকার প্রথমে এবনোশ শেহনার রচিত হেদায়ার টীকা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন, যদি হাদিসের ছহিহ প্রতিপন্ন হয় উহা নিজ মজহাবের বিপরীত হয় তবে হাদিছ উপর আমল করা হইবে, উহা তাঁহার মজহাব হইবে, উক্ত মজহাবের মোকাল্লেদ ঐ হাদিসের প্রতি আমল করার জন্য হানাফি মজহাব হইতে বাহির হইয়া যাইবে না। নিশ্চয় এমাম আজম হইতে এই রেওয়াএত সহি প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, তিনি বলিয়াছেন, যদি হাদিস সহিহ প্রমাণিত হয়, তবে উহা আমার মজহাব হইবে। সত্যই (এমাম) এবনো আবদুল বার্র, আবু হানিফা প্রভৃতি এমামগণ হইতে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। আরও এমাম শায়রানি উহা চারি এমাম হইতে উল্লেখ করিয়াছেন।"

আলমগিরি, ১/৭৯ পৃষ্ঠা ;—

و المختار انه لا يشير كذا فی الخلاصة و عليه الفتوي كذا فی المضمرات ناقلا عن الكبري و كثير من المشائخ لا يرون الاشارة و كرهها فی منية المفتي كذا فی التبيين ★

"মনোনীত মত এই যে, (আত্তাহিয়াতো পড়া কালে শাহাদাত অঙ্গুলীর) ইশারা করিবেনা, ইহা খোলাছা কেতাবে আছে। এই মতের উপর ফৎওয়া দেওয়া যাইবে। ইহা কোবরা হইতে মোজমারাত কেতাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অধিকাংশ ফকিহ ইশারা করা সমর্থন করেন না। মনইয়াতোল মুফতি কেতাবে উহা মকরুহ স্থির করিয়াছেন। ইহা তবইন কেতাবে আছে।"

আলমগিরি এই ফৎওয়াটি সহিহ হাদিছের—এমন কি আমাদের এমাম আজম ও তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের মতের খেলাফ, কাজেই এই মত গ্রহণীয় হইতে পারে না।

মজমুয়া ফাতাওয়ায়-লাক্ষ্ণৌবি, ৩/৪২ পৃষ্ঠা ;—

فی البحر الرائق و رجح فی فتح القدير القول بالاشارة و انه مروی عن ابی حنيفة كما قال محمد فالقول بعدمها مخالف للرواية و الدراية و رواه فی صحيح مسلم من فعله صلی الله عليه و سلم *

"বাহরোর রায়েকে আছে, ফৎহোল কদিরে ইশারা করার মত বলবৎ স্থির করিয়াছেন, ইহা (এমাম) মোহম্মদের বর্ণনামতে (এমাম) আবু হানিফা হইতে রেওয়াএত করা হইয়াছে, কাজেই ইশারা না করা রেওয়াএত ও জ্ঞানের বিপরীত, সহিহ মোছলেমে ইহা নবি (ছাঃ) এর কার্য্য বলিয়া রেওয়াএত করিয়াছেন।"

আরও উহার ২/২৫৭ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

و بالجملة فهو مذكور في الصحاح است وغيره بما
كاد ان يكون متواترا بل يصح ان يقال انه متواتر معنى
فكيف يجوز لمؤمن بالله و رسوله ان يعدل عن العمل
به و يأتى التعليل فى معرض النص الجليل □

"মূল কথা, উক্ত ইশারা সেহাহ সেত্তা প্রভৃতি কেতাবে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, উহা মোতাওয়াতের হাদিছের নিকট পৌঁছিয়াছে, বরং উহা মানাবি মোতাওয়াতের বলা সহিহ হইবে। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাছুলের উপর ইমান আনে তাহার পক্ষে উহার আমল ত্যাগ করা এবং মহা গৌরবান্বিত হাদিছের বিপরীতে অজুহাত পেশ করা কিরূপে জায়েজ হইবে?

মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ দেহলবী সাহেব ফাতাওয়ায় আজিজিরি ১/২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"এমাম আবু হানিফা (রঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমাদের মত গ্রহণ করে, তাহার পক্ষে ইহা হালাল হইবে না যতক্ষণ (না) উক্ত মসলা সম্বন্ধে উহার মূল কোরআণ, হাদিস, এজমা ও স্পষ্ট কেয়াস হইতে অবগত হইতে পারে। এমাম আজমের প্রবর্ত্তিত নিয়ম এই যে, চারি দলীল হইতে ফেকহ গ্রহণ করিতে হইবে, প্রথম আল্লাহতায়ালার কোরআন, দ্বিতীয় নবি (ছাঃ)এর হাদিস, তৃতীয় এক জামানার মোজতাহেদ্গণের এজমা, চতুর্থ কেয়াস—যে স্থলে কোরান ও হাদিসের প্রমাণ না থাকে। যে ব্যবস্থা কোরআন ও হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, উহা কোরআন ও হাদিস ব্যতীত অন্য দলীল দ্বারা মনছুখ হইতে পারে না। কোরআন ও হাদিসের বিপরীত এজমা ও কেয়াস বাতীল। নবি (ছাঃ) এর জামানার পরে মনছুখ হওয়া জায়েজ হইতে পারে না।

মোজতাহেদ কখন ভুল করেন এবং কখন প্রকৃত ব্যবস্থা প্রদান করেন। যখন তাহার ভ্রম প্রকাশ হইয়া পড়ে, উক্ত ভ্রান্তি মূলক মতে তাঁহার তকলিদ করা হারাম, ইহাই এমাম আজমের মূল নীতি। এক্ষণে

তুমি জানিয়া রাখ যে, এমাম আজম, তাঁহার শিষ্যদ্বয়, এমাম মালেক শাফেয়ি ও এমাম আহমদের নিকট সহিহ সহিহ হাদিসে প্রমাণিত হইয়াছে যে, হজরত নবি (ছাঃ) নামাজে আত্তাহিয়াতো পাঠ কালে অঙ্গুলি ইশারা করিতেন এবং সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদগণ ও হাদিসের তাবেদরীগণ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইশারা নিষিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে কোন আয়ত ও হাদিস সাব্যস্ত হয় নাই। কতক লোক হাদিস ও এমামগণের কথা অবগত হইতে না পারিয়া কেয়াস দ্বারা উহা নিষেধ করিয়াছেন, কোরআন ও হাদিসের প্রমাণে নহে, কোরআন ও হাদিসের বিপরীত এজমা ও কেয়াস বাতীল, সে ব্যক্তি (এই ফৎওয়াতে) ভুল করিয়াছেন, তাহার এই ভ্রমের তকলিদ করা হারাম।

ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইল যে, ফেকহের কেতাবে এমাম আজম সাহেবের মত ব্যতীত পরবর্ত্তী অনেক ফকিহর কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি ফেকহের প্রত্যেক কথাকে এমাম আজমের মত বলিয়া দাবি করেন, তিনি বাতীল দাবি করেন।

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ সাহেব 'এনছাফ' কেতাবের ৮৭/৮৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"আমি তাহাদের কোন লেককে এইরূপ দেখিয়াছি যে, সে ব্যক্তি ধারণা করে যে, যে সমস্ত লম্বা লম্বা শরাহ ও মোটা-মোটা ফৎওয়ার কেতাব পাওয়া যায়, তৎসমস্ত আবু হানিফা ও তাঁহার দুই শিষ্যের কথা, কিন্তু সে ব্যক্তি যাহা প্রকৃত এমামগণের কথা এবং যাহা এমামগণের কথা হইতে অন্যেরা বাহির করিয়াছেন, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ করিতে জানেনা। আর ফকিহগণের এই কথা ইহা কারখির তখরিজ অনুসারে এবং এইরূপ তাহাবীর তখরিজ অনুসারে ইহার অর্থ বুঝিতে পারে না। তাঁহাদের এই কথা "আবু হানিফা এইরূপ বলিয়াছেন," আর তাহাদের এই কথা—"আবু হানিফার কথা অনুসারে মছলার জওয়াব এইরূপ," এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ করিতে জানেনা। এবনোল হোমাম ও এবনোন্নজিমের ন্যায় বিচক্ষণ হানাফিগণ দহ দরদহ, তায়াম্মামের জন্য পানির এক মাইল দূরে থাকার শর্ত্ত

ইত্যাদি মছলা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহা আছহাবগণের তখরিজাৎ, ইহা প্রকৃত পক্ষে মজহাবের কথা নহে, এই দিকে লক্ষ্য করেনা।" উপরোক্ত কথায় প্রমাণিত হয় যে, ফাতাওয়ার কেতাবের প্রত্যেক কথা এমাম আজম ও তাঁহার শিষ্যদ্বয়ের মত নহে।

মাজালেসোল-আবরার, ২৪৩ পৃষ্ঠা ;—

"যদি কোন ফেকহের মছলা উল্লিখিত হয়, তবে উহা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা উচিত। যদি উহার (মূল দলীল) কোরআন, হাদিছ ও এজমা হইতে প্রকাশিত ও প্রসিদ্ধ হয়, তবে উহাতে কাহারও মতভেদ নাই। আর যদি উহার দলীল প্রকাশিত না হয়, বরং উহা এজতেহাদি মছলা হয়, এক্ষেত্রে যদি উহার বর্ণনাকারী মোজতাহেদ হয়েন, তবে সে ব্যক্তি মোকাল্লেদ হয়, তাহার পক্ষে উক্ত মোজাতাহেদের তাবেদারি করা ওয়াজেব হইবে এবং তাঁহার নিকট দলীল তলব করা লাজেম হইবে না, কেননা মোজতাহেদের কথা তাহার পক্ষে দলীল হইবে। আর যদি উহার বর্ণনাকারী মোজতাহেদ না হয়েন' মোকাল্লেদ হয়েন, এক্ষেত্রে যদি তিনি কোন মোজতাহেদ হইতে উহা উল্লেখ করেন এবং তাহা হইতে উহা উল্লিখিত হওয়া সপ্রমাণ করেন, তবে উহাতেও তাবেদারি করা লাজেম হইবে। আর যদি উহা মোজতাহেদ হইতে উল্লেখ না করেন, বরং নিজের পক্ষ হইতে, কিম্বা অন্য মোকাল্লেদ হইতে, অথবা কাহারও নাম না লইয়া সাধারণভাবে উল্লেখ করেন, এক্ষেত্রে যদি উহার সম্বন্ধে শরিয়ত সঙ্গত দলীল বর্ণনা করেন, তবে এই অবস্থাতে কোন আপত্তি নাই। আর যদি তিনি দলীল উল্লেখ না করেন, তবে অনুসন্ধান করিতে হইবে। যদি তাঁহার কথা (অছুল) কোরআন, হাদিছ ও এজমা ও বিশ্বাসযোগ্য কেতাবগুলির অনুকুল (মোয়াফেক) হয় এবং উহাতে মতভেদ না হয়, তবে উহার উপর আমল করা জায়েজ হইবে, কিন্তু আমলকারীর পক্ষে তকলিদের স্থানে দণ্ডায়মান না থাকা উচিত, বরং তাঁহার উল্লিখিত বিষয়ে তাঁহারই নিকট হইতে দলীল তলব করিবে। আর যদি তাঁহার কথা "অছুল" (কোরআন, হাদিছ ও এজমা) ও বিশ্বাসযোগ্য কেতাবগুলির বিপরীত

হয়, তবে তাঁহার কথার প্রতি আদৌ লক্ষ্য করা হইবে না, কেননা বিদ্বানগণ প্রকাশ করিয়াছেন, যে কথার সহিহ হওয়া অবগত না হওয়া যায় যদিও উহার বাতীল হওয়া অবগত না হওয়া যায়, তবু উহার প্রতি আমল করা জায়েজ নহে। আর যে বিষয়ের বাতীল হওয়া অবগত হওয়া যায়, উহার প্রতি আমল করা জায়েজ হইবে না।"

পাঠক, সুদখোরের দাওয়াত সম্বন্ধে মোলতাকার রেওয়াএত একেত লেখকের নিজের মত, এমাম সাহেবের মত নহে, দ্বিতীয় উহা কোরআন ও হাদিছের খেলাফ মত, তৃতীয় ফেকহের অন্যান্য কেতাবের খেলাফ মত, কাজেই উহা বাতিল হইবে।

এমাম আজম ও এমাম আবু ইউছফের মতে আসলি (মছলা) শরাব ব্যতীত অন্য প্রকার শরাব যে পিয়ালা নেশাকর হইবে, তাহাই হারাম হইবে নেশাকর হওয়ার পূর্বে হারাম হইবে না। এমাম মোহাম্মদ বলেন যে, যে জিনিষে বেশী পরিমাণ নেশাকর হয় উহার অল্প পরিমাণও হারাম হইবে।

মাওলানা আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবি মজমুয়া ফাতাওয়ার ২/১০৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—

بعد ورود این احادیث که صراحة دلالت دارند بر حرمت قلیل و کثیر هر شراب مسکر بحال چون و چرا باقی نیست فانه لا قول لاحد کائن من کان بعد قول صاحب الشریعة صلی الله علیه و سلم ✪

"প্রত্যেক নেশাকর শরাব অল্প হউক, আর অধিক হউক, এই হাদিছগুলিতে হারাম হওয়া স্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে, ইহার পরে বাদ-প্রতিবাদের কোন পথ বাকি থাকিল না, কেননা শরিয়ত প্রবর্ত্তক নবি (ছাঃ)এর কথার পরে যে কেহ হউক না কেন তাহার কথা ধর্ত্তব্য হইতে পারে না।"

আরও তিনি উহার ২/২৯৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

لا علينا ان نأخذ بما ظهر لنا صواب خلافه اذ انعم

মুফতিয়ে-আজিম কওলোছ-ছদিদ কেতাবে লিখিয়াছেন ;—

بحصول ضرب من النظر يمكن الوقوف به على صواب هذا و نحن ذلك بحمد الله لا نخرج عن درجة التقليد لا ما منا الاعظم ابي حنيفة المقدم *

উক্ত এমামের মতের বিপরীত সত্যমত আমাদের নিকট প্রকাশিত হইলে, ইহা ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে ওয়াজেব নহে, কেননা যখন আল্লাহতায়ালা এক প্রকার এজতেহাদ শক্তি আমাদিগকে দান করিয়াছেন, তখন তদ্দারা সত্যমত অবগত হওয়া সম্ভব, ইহা সত্ত্বেও খোদার প্রশংসা—আমরা আমাদের অগ্রণী এমাম আজম আবু হানিফার তকলিদের দরজা হইতে বাহির হইয়া যাইব না।”

মূল কথা, যখন এমাম আজমের মত কোরআন ও হাদিছের খেলাফ প্রমাণিত হইলে পরিত্যক্ত হয়, তখন মাওলানা থানাবী ছাহেব মহা মাননীয় হইলেও কোরআণ ও হাদিছের বিপরীতে তাহার ফৎওয়া কিরূপে গ্রহণীয় হইবে?

মাওলানা থানাবী ছাহেবের পীর মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গোহী ছাহেব নিজ ফাতাওয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সুদখোরের দাওত প্রত্যেক অবস্থাতে স্বীকার করা নাজায়েজ বলিয়াছেন, কাজেই তাঁহার ফৎওয়ার বিপরীতে মাওলানা থানাবীর কথা গ্রহণীয় হইবে কিরূপে?

মাওলানা থানাবি ছাহেব বায়ানোল-কোরানের ২/৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

زبانی قدرت مایوسي نفع کے وقت ترک جائز لیکن مودت و مخالطت کا بھی ترک واجب ہے مگر بضرورت شديدة *

“মৌখিক নিষেধ করার ক্ষমতা স্থলে উপকারে আশা না

থাকিলে, নিষেধ ত্যাগ করিলে জায়েজ হইবে, কিন্তু প্রীতি স্থাপন ও মিলন (পানাহার, বিবাহ শাদী) ত্যাগ করা ওয়াজেব, কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজন হইলে (স্বতন্ত্র কথা)।

ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, সুদখোর ইত্যাদি ফাছেক ফেকহ ত্যাগ না করিলে, তাহাদের সহিত পানাহার ইত্যাদি জায়েজ নহে। কাজেই ইহাতে মাওলানার ফৎওয়ায়-এমদাদিয়ার লিখিত ফৎওয়া বাতীল প্রমাণিত হইল।

আরও মাওলানা থানাবী ছাহেব নিজে বায়ানোল-কোরআনের ১/১১/১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"কাফেরদিগের সহিত তিন প্রকার ব্যবহার হইতে পারে, প্রথম প্রীতি-প্রণয়, ইহা কোন অবস্থাতে জায়েজ হইবে না। দ্বিতীয় বাহ্য সদ্ভাব, ইহা তিন অবস্থাতে জায়েজ হইবে। প্রথম ক্ষতি হইতে রক্ষা পাওয়া উদ্দেশ্যে, দ্বিতীয় উহার হেদায়েত (সুপথ প্রাপ্তি) উদ্দেশ্যে, তৃতীয় অতিথি সেবা করা উদ্দেশ্যে। নিজের ব্যক্তিগত হিতসাধন এবং অর্থ ও সম্মান লাভ উদ্দেশ্যে ইহা জায়েজ হইবে না, বিশেষতঃ যদি দীনের ক্ষতির আশঙ্কা হয় তবে এইরূপ মিলন সমধিক হারাম হইবে। দারোল-হরবের কাফেরদিগের উপকার করা জায়েজ নহে, তদ্ব্যতীত অন্য কাফেরদিগের উপকার করা জায়েজ হইবে। ফাছেক ও বেদয়াতিদিগের হুকুম অবিকল কাফেরদিগের ব্যবস্থার তুল্য হইবে। এইরূপ আমিরদিগের সঙ্গলাভ নিষিদ্ধ হইয়াছে।"

ইহাতে বুঝা যায়, ফাছেক ও বেদয়াতিদিগের সহিত নিতান্ত জরুরী কারণ ব্যতীত মেলামেশা ও পানাহার করা নাজায়েজ, বিশেষতঃ দীনের ক্ষতির আশঙ্কা হইলে, এইরূপ মিলন সমধিক হারাম হইবে।

মাওলানা থানাবী ছাহেব এমদাদোল-ফাতাওয়ার ২/৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

چه فرمایند علماء دین و مفتیان شرع متین در حق شخص که منکوحه خود در مجلس عام بطلاق ثلاثه بر

نفس خود حرام سازد و بغیر حلالـــه بازن اختلاط کند مسلمان را از اکل و شرب او اجتناب واجب است یا نه وزن مسطوره اورا بلا حلاله جائز است یا نه *

الجواب

بادلہ شرعیۃ ثابت شد کہ بدون حلالہ آن زن حلال نہ شود باز اگـــر آنکس بآن زن بدون حلالہ اختلاط میکند خواہ بنکاح ظاہری خواہ بي نکاح اورا منع باید کـــرد و باید گفت کہ آن زن را بگذارد و توبہ کند - اگر این امر قبول کند فبها و بهتر است ورنہ مسلمانان از اکل و شرب و اختلاط بدو اجتناب ورزند کہ از حکم شریعت بغي میکند ذلك جزینهم ببغیهم الخ همین است حب فی اللہ و بغض فی اللہ *

কি বলেন দীনের আলেমগণ ও সুদৃঢ় শরিয়তের মুফতিগণ এরূপ ব্যক্তির সম্বন্ধে যে, যে নিজের স্ত্রীকে প্রকাশ্য সভাতে তিনি তালাক দিয়া নিজের উপর হারাম করিয়া লয় এবং বিনা তহলিল উক্ত স্ত্রীর সহিত সহবাস করে, মুছলমানদিগকে তাহার সহিত পানাহার করা হইতে বিরত থাকা ওয়াজেব হইবে কিনা? উল্লিখিত স্ত্রীলোকটি বিনা তহলিল তাহার পক্ষে হালাল হইবে কি না?

শরিয়তের দলীল সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিনা তহলিল উক্ত স্ত্রীলোক হালাল হইবে না। তৎপরে যদি সে ব্যক্তি প্রকাশ্য নেকাহ করিয়া হউক, কিম্বা বিনা নেকাহ বিনা তহলিল উক্ত স্ত্রীলোকের সহিত সহবাস করে, তবে তাহাকে নিষেধ করা উচিত এবং বলা দরকার যে, সে উক্ত স্ত্রীলোককে ত্যাগ করে ও তওবা করে। যদি এই আদেশ কবুল করে তবে ভাল, নচেৎ মুসলমানগণ

তাহার সহিত পানাহার ও মিলন হইতে পরহেজ করিবে, কেননা সে শরিয়তের আদেশ হইতে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। আল্লাহ বলিয়াছেন, তাহাদের বিরুদ্ধাচরণের জন্য তাহাদিগকে প্রতিফল প্রদান করিয়াছি। শেষ আয়ত পর্য্যন্ত। ইহা আল্লাহতায়ালার জন্যই ভালবাসা করা ও বিদ্বেষ পোষন করা হইবে।

এই স্থলে মাওলানা থানাবি ছাহেব কোরআন ও হাদিছের অনুকরণে ফাছেকের দাওত ত্যাগ করা ওয়াজেব সাব্যস্ত করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, সুদখোরের দাওত গ্রহণ নাজায়েজ হওয়া কোরআন হাদিসের মত। কাজেই তাঁহার এমদাদোল-ফাতাওয়ার ১/১৫০ ও ১৭২ পৃষ্ঠায় লিখিত ফৎওয়া বাতীল প্রমাণিত হইল।

ছুরা নেছার ২০ রুকুর আয়াত ;—

اذا سمعتم ايت الله يكفر بها و يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره . انكم اذا مثلهم *

“যখন তোমরা শ্রবণ কর যে, আল্লাহতায়ালার আয়তগুলির সহিত কোফর ও বিদ্রূপ করা হইতেছে তখন তোমরা তাহাদের সহিত উপবেশন করিও না, যতক্ষণ (না) তাহারা তদ্ব্যতীত অন্য কথায় লিপ্ত হয়, এই অবস্থায় নিশ্চয় তোমরা তাহাদের তুল্য হইবে।”

তফছির রুহোল-মায়ানী, ২/১৯৮ পৃষ্ঠা ;—

و استدل بعضهم بالاية على تحريم مجالسة الفساق و المبتدعين من اى جنس كانوا و اليه ذهب ابن مسعود و ابراهيم و ابو وائل و به قال عمر بن عبد العزيز *

“কতক বিদ্বান এই আয়াত দ্বারা সকল প্রকার ফাছেক ও বেদয়াতির সহিত উপবেশন করা হারাম হওয়ার দলীল গ্রহণ করিয়াছেন। এবনো-মছউদ, এবরাহিম, আবুওয়াএল ও ওমার বেনে আবদুল আজিজ এই মত ধারণা করিয়াছেন।”

তফছিরে আজিজি, পারায় তাবারক, ৪০ পৃষ্ঠা ;—

ودوا لو تدهن فيدهنون دوست ميدارند كه كاشكه
اندكي در وضع و آئين خود سست شوي پس ايشان خود
سست و بے حميت شوند (الى) و مداهنت مساهلت
در ايفاى حقوق دين است از امر بالمعروف و نهى عن
المنكر و اقامت حدود و بيان حق مر و بهر حال موافقت
با منكران گو بظاهر باشد در هدايت عامه كليه خلل مى
اندازد و در استحقاق اجر غير ممنون قدح مى كند
چنانچه در حديث شريف وارد است كه اذا لقيت
الفاجر فالقه بوجه خشن و در حقائق التنزيل مذكور
است كه سهيل بن عبد الله تستري فرموده اند كه من
صحح ايمانه و اخلص توحيده فانه لا يانس الى المبتدع
و لا يجالسه و لا يؤاكله و لا يشاربه و يظهر له من نفسه
العداوة و من داهن بمبتدع سلبه الله تعالى حلاوة الايمان
و من تحبب الى مبتدع نزع نور الايمان من قلبه *

"কাফেরেরা কামনা করে যে, যদি তুমি রীতিনীতি একটু শিথিল হও, তবে তাহারা শিথিল হইবে। মোদাহানাত শব্দের অর্থ সৎকার্য্যে আদেশ করা, অসৎ কার্য্যে নিষেধ করা, হদ্দজারি করা, অপ্রিয় সত্য কথা বলা, এরূপ দ্বীনি স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করিতে শিথিলতা প্রকাশ করা। প্রত্যেক অবস্থাতে ফাছেকদিগের সহিত বাহ্য সদ্ভাব করাতে সর্ব্বসাধারণের হেদাএত কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করে, চিরস্থায়ী ছওয়াব লাভের হকদার হইতে বাধা প্রদান করে, যেরূপ হাদিছ শরিফে আছে, যখন তুমি ফাছেকের সহিত সাক্ষাৎ করিবে, রুক্ষ্ম চেহারা সহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা। হাকায়েকোৎ তঞ্জিলে উল্লিখিত

হইয়াছে, ছোহাএন বেনে আবদুল্লাহ তস্তরি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের ইমান খাঁটি করিয়াছে এবং নিজের তওহিদ জ্ঞান শুদ্ধ করিয়াছে সে কখনও বেদয়াতির সহিত ভালবাসা করিবে না, তাহার সহিত বসিবে না ও পানাহার করিবে না, নিজের পক্ষ হইতে তাহার সহিত শত্রুতা প্রকাশ করিবে, যে ব্যক্তি বেদয়াতির সহিত শিথিলতা প্রকাশ করিবে, খোদা তাহার ইমানের মিষ্ঠতা দূর করিয়া দিবেন, আর যে ব্যক্তি কোন বেদয়াতির সহিত ভালবাসা করিবে, আল্লাহ তাহার অন্তর হইতে ইমানের জ্যোতি কাটিয়া লইবেন।"

মাজালেছোল-আবরার, ৫৬০ পৃষ্ঠা ;—

في بيان النهى عن المصاحبة و المواكلة مع الفاسق

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تصحب الا مؤمنا و لا يأكل طعامك الا تقى و المراد بالمؤمن المذكور فيه المؤمن الخاص الذى يقابله الفاسق فكانه عليه السلام قال لا تصاحب الا صالحاً و لا تخالل الا تقياً فانه عليه السلام قد حذر المؤمن فى هذا الحديث عن مصاحبة من ليس بتقى و زجره عن مخالطته و مواكلته لان الصحبة و المخالطة توقع الالفة و المحبة في القلب فيلزم ان يكون كما قال النبى صلى الله عليه و سلم يحشر المرء على دين خليله فلينظر احد كم من يخالل يعنى انه من كان صديقه صالحاً يكون صالحاً و من كان صديقه فاسقاً يكون فاسقاً ✻

"ফাছেকের সহিত ভক্ষণ ও মিলন নিষিদ্ধ হওয়ার বিবরণ।

নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, তুমি ইমানদার ব্যতীত কাহারও সঙ্গ লাভ করিও না, তোমার খাদ্য পরহেজগার ব্যতীত কেহ যেন ভক্ষণ না করে। উক্ত হাদিছে উল্লিখিত ইমানদারের অর্থ খাস ইমানদার—যে ফাছেক নহে, যেরূপ নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, সজ্জন (নেককার) ব্যতীত কাহারও সঙ্গ লাভ করিও না, পরহেজগার ব্যতীত কাহারও সহিত বন্ধুত্ব করিও না, কেননা নবি (ছাঃ) এই হাদিছে যে ব্যক্তি পরহেজগার নহে তাহার সঙ্গলাভ করিতে ভয় দেখাইয়াছেন, তাহার সহিত মিলন ও ভক্ষণ করিতে কঠোর নিষেধ করিয়াছেন, কেননা সঙ্গলাভ ও মিলন অন্তরে প্রীতি প্রণয় সৃষ্টি করে, ইহাতে এইরূপ হওয়া অনিবার্য্য হইয়া পড়ে, যথা নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন, লোক নিজের বন্ধুর দীনে হাসরে সমুত্থিত হইবে, কাজেই তোমাদের প্রত্যেকে যেন চিন্তা করে যে, কাহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে, অর্থাৎ যদি তাহার বন্ধু নেককার হয়, তবে সে নেককার হইবে, আর যদি তাহার বন্ধু ফাছেক হয়, তবে সে ফাছেক হইবে।"

মাজালেছোল-আবরার, ৪৯৯ পৃষ্ঠা ;—

اما اذا كان فى حق الدين لفسق و معصيت فالزيادة على الثلاث مشروع فان هجر ان اهل العصيان يجوز الي ان يزول عنهم ذلك العصيان و يظهر توبتهم لانه من قبيل الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و قد قال الله تعالي لا تجد قوما يؤمنون بالله و اليوم الآخر يوادون من حاد الله و رسوله و لو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم فدلت الآية على ان من يرتكب المعاصى و المنكرات يجب هجره و ان كان من الاقرباء لا سيما فى حق من ظلم الغير و عصى الله تعالي *

"যদি দীন সম্বন্ধে ফাছেক ও গোনার জন্য উক্ত বর্জ্জন নীতি অবলম্বন করা হয়, তবে তিন দিবসের বেশী শরিয়ত সঙ্গত ব্যবস্থা হইবে। কেননা গোনাহগারদিগের বর্জ্জন যত দিবস (না) তাহাদের উক্ত গোনাহ দূরীভূত হয় এবং তওবা প্রকাশিত হয়, জায়েজ হইবে কেননা উহা সৎকার্য্যে আদেশ ও অসৎকার্য্যে নিষেধের অন্তর্গত হইবে নিশ্চয় আল্লহতায়ালা বলিয়াছেন, তুমি যে সম্প্রদায় আল্লাহ ও কেয়ামতের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহাদিগকে যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাহার রাছুলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে পারিবে না—যদিও তাহারা উক্ত ব্যক্তিদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা কিম্বা আত্মীয় হয়।" এই আয়তে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তি গোনাহ ও বদকার্য্যগুলি অবলম্বন করে তাহাকে বর্জ্জন করা ওয়াজেব, যদিও সে ব্যক্তি আত্মীয়গণের অন্তর্গত হয়, বিশেষতঃ যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি অত্যাচার করে এবং আল্লাহতায়ালার অবাধ্যতা করে।"

আরো তিনি লিখিয়াছেন ;—

و قد هجر النبى عليه السلام الثلثة التي تخلفوا عن غزوة تبوک و لم يتكلمهم خمسين يوما و امر الناس بهجرهم حتى انزل الله تعالي توبتهم ✪

"এবং নিশ্চয় নবি (ছাঃ) যে তিন জন লোক তবুক যুদ্ধ হইতে পশ্চাদপদ ছিলেন, তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং ৫০ দিবস তাহাদের সহিত কথা বলেন নাই এবং যতক্ষণ (না) তাহাদের তওবা নাজেল হইয়াছিল, তাহাদিগকে বর্জ্জন করিতে লোকদিগের প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন।"

"আরও তিনি উক্ত পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"প্রাচীন বোজর্গগণ হইতে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, তাহারা দীন সংক্রান্ত নিষিদ্ধ কার্য্যের জন্য নিজেদের মুছলমান ভ্রাতাগণকে এক কিম্বা দুই বৎসর যাবৎ বর্জ্জন করিয়াছিলেন, কেহ নিজের শিষ্যকে এই কার্য্যের জন্য নিজের সমস্ত জীবন বর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং

যতক্ষণ না পরিত্যক্ত ব্যক্তি অনুষ্ঠিত গোনাহ কার্য্য হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল, উহা সিদ্ধ ধারণা করিয়াছেন। এমাম আহমদ গোনাহগার ও অসৎ কার্য্যকারিদিগকে বর্জ্জন করিতেন এবনো ওমার মৃত্যু পর্য্যন্ত নিজের পুত্রকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন।"

নেছবোল-এহতেছাম, ৬৪ পৃষ্ঠা ;—

مذکور ھے کہ اللہ تعالی نے یوشع بن نون علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ تمھاری قوم میں سے چالس ھزار نیکی کرنے والون کو اور ساٹھہ ھزار برائي کرنے والون کو ھلاک کرونگا تو عرض کي کہ یا رب العالمین اشرار بیشک مستحق عذاب کے ھیں مگر اخیار اور نیکون کا کیا قصور ھے کہ یہ بھي عذاب میں شامل کئے جاتے ھیں تو پھر وحي ھوئی کہ ان لوگون کو فعل منکر سے منع نکیا اور ان سے پرھیز نکیا اور ان لوگون کے ساتھہ کھایا پیا *

"কথিত আছে যে, আল্লাহতায়ালা ইউশা বেনে নুন (আঃ) এর উপর অহি নাজেল করিয়াছিলেন যে, আমি তোমার সম্প্রদায় হইতে ৪০ সহস্র অসৎ লোককে ধ্বংস করিয়া দিব। ইহাতে তিনি আরজ করিলেন, হে জগদ্বাসিদিগের প্রতিপালক, অসৎ লোকেরা বিনা সন্দেহে আজাবের যোগ্য, কিন্তু সৎলোকদিগের কি অপরাধ যে ইহারাও শাস্তিগ্রস্ত হইতেছেন। তখন পুনরায় অহি নাজেল হইল যে, ইহারা তাহাদিগকে মন্দ কার্য্যে বাধা প্রদান করেন নাই, তাহাদের সঙ্গ হইতে বিরত থাকেন নাই এবং তাহাদের সহিত পানাহার করিয়াছেন।"

উক্ত কেতাব, ৬৮ পৃষ্ঠা ;—

قیامت کے دن بعض میری امت سے اپنی قبرون بصورت بندر اور سور کے اوٹھینگے اسواسطے کہ وہ لوگ اچھے کامون میں سستی کرنے والے ہونگے اور لوگون کو گناہ کرنے سے منع نہ کرینگے بلکہ میل اور محبت سے انکے ساتھہ کھائیں پئیں اور بیٹھینگے *

কেয়ামতের দিবস আমার কতক উম্মত গোর হইতে বানর ও শূকরের আকৃতিতে উঠিবে, কেননা তাহারা সংকার্য্যগুলিতে শিথিলতাকারী হইবে, লোকদিগাকে গোনাহ করিতে নিষেধ করিবেন না বরং মিল মহব্বতের সহিত তাহাদের সহিত পানাহার ও উপবেশন করিবে।"

এমাম রাব্বানী মোজাদ্দেদে আলফে ছানি মকতুবাত শরিফের ২৬৪ মকতুবে (৩০৯ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন ;—

اما در اجابت دعوت شرایط است و کذالک ان کان الداعی ظالما او مبتدعا او فاسقا او شریرا او متکلفا طالبا للمباهات و الفخر ☐

"দাওয়াত কবুল করার কয়েকটি শর্ত্ত আছে, যদি দাওয়াতকারি অত্যাচারী, বেদয়াতি, ফাছেক, দুষ্ট কিম্বা জাকজমককারী গৌরব অন্বেষণকারী হয়, তবে ঐরূপ দাওয়াত কবুল করা নিষিদ্ধ হইবে।"

ফকিহ আবদুল-লাএছ বোঝতানোল আরেফিনের ৭৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

و ان کان ماله حراما فلا تجبه و کذالک ان کان فاسق معلنا فلا تجبه لیعلم انک راض بفسقه *

"আর যদি তাহার মাল হারাম হয়, তবে উক্ত দাওত কবুল করিও না, ঐরূপ যদি প্রকাশ্য ফাছেক হয়, তবে তুমি তাহার দাওত কবুল করিও না যে, সে জানিতে পারে যে, নিশ্চয় তুমি তাহার গোনাহ কার্য্যে নারাজ আছ।"

আলমগিরি, ৫/৩৭৮ পৃষ্ঠা ;—

و اما هدايا الامراء فى زماننا فقد حكي عن الشيخ ابي بكر محمد بن الفضل البخاري رحمة الله تعالي انه سئل عن هدايا الامراء فى زماننا قال ترد على اربابها و الشيخ الامام الزاهد ابو بكر محمد بن حامد سئل عن هذا فقال يوضع فى بيت المال و هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالي فى السير الكبير و لا ينبغى للناس ان يأكلوا من اطعمة الظلمة لتقبيح الامر عليهم و زجرهم عما يرتكبون و ان كان يحل كذا فى الغرائب و سئل ابوبكر عن الذى لا يحل له اخذ الصدقة فلا فضل له ان يقبل جائزة السلطان و يفرقها على من يحل له او لا يقبل قال لا يقبل لانه يشبه اخذ الصدقة ✪

আমাদের জামানার আমিরগণের উপহার গুলি গ্রহণের মছলা এই—শেখ আবুবকর মহম্মদ বেনেল ফজল বোখারী (রঃ) হইতে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি আমাদের জামানার আমিরগণের উপঢৌকন সকল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বলিয়াছেন, তৎসমস্ত উহার মালিকগণকে ফেরত দেওয়া হইবে। শেখ এমাম জাহেদ

আবুবকর মোহম্মদ বেনে হামেদ এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, উহা বায়তুল মালে স্থাপন করা হইবে। এইরূপ মোহম্মদ (রঃ) ছায়েরে কবিরে বর্ণনা করিয়াছেন। লোকদিগের পক্ষে অত্যাচারিগণের খাদ্যসকল ভক্ষণ করা উচিত নহে, ইহাতে তাহাদের কার্য্য মন্দ বলিয়া প্রকাশ করা হইবে এবং তাহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্য নিষেধ করা হইবে, যদি উক্ত খাদ্য হালাল হয়। ইহা গারায়েবে আছে।

আবুবকর জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, যে ব্যক্তির পক্ষে ছদকা গ্রহণ করা হালাল নহে, তাহার পক্ষে কি বাদশার উপহার কবুল করা এবং যাহার পক্ষে উহা হালাল হয়, তাহাকে বিতরণ করা উৎকৃষ্ট হইবে, কিম্বা কবুল না করা উৎকৃষ্ট হইবে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, উহা কবুল করা হইবে না কেননা উহা ছদকা গ্রহণ করার তুল্য হইবে।

কাজিখান, ৪/৩৬৩ পৃষ্ঠা ;—

و مشائخنا قالوا ينبغى ان لا يأكل من طعام الوالى ليكون تغيرا علي الغاصب *

"আমাদের ফকিহগণ বলিয়াছেন, হাকিমের খাদ্য না খাওয়া উচিত, কেননা ইহাতে অপহরণকারীর অবস্থা পরিবর্ত্তন হইতে পারে।

প্রশ্ন—যাহারা পীর মোর্শেদ, আলেম ও মৌলবী তাহাদের পক্ষে সুদখোর, চোর, বেশ্যা, শরাব খোর ও জেনাকারের দাওত জিয়াফত খাওয়া জায়েজ কি না?

উত্তর ;—

আলমগিরি, ৫/৩৮৩ পৃষ্ঠা, পুরাতন ছাপা শামি, ৫/৩৮২ পৃষ্ঠা তাহতাবির ৪/১৯৪ পৃষ্ঠা ও ফাতাওয়ায় ছেরাজিয়ার ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ;—

ذكر صاحب الملتقط يكره للمشهور المقتدى به الاختلاط برجل من اهل الباطل و الشر الا بقدر الضرورة لانه يعظم امره بين الناس □

মোলতাকাত প্রণেতা উল্লেখ করিয়াছেন জরুরত ব্যতীত প্রসিদ্ধ নেতা ব্যক্তির পক্ষে বাতীল মতাবলম্বী ও ফাছেক ব্যক্তির সহিত মিলন (পানাহার বিবাহ শাদী) মকরুহ (তহরিমি), কেননা এইরূপ মিলনে উক্ত ব্যক্তির (বদ) কার্য্য লোকদিগের মধ্যে প্রবল হইয়া পড়িবে।'' ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, সুদখোর ইত্যাদি ফাছেকের সংস্রব ত্যাগ করা আলেম, পীর, হাজী সমাজপতিদিগের পক্ষে ওয়াজেব।

মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব কওলোল জমিল কেতাবের ১৩/১৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"যে ব্যক্তি মুরিদ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে ৫টি শর্ত্ত আছে, প্রথম কোরআণ ও হাদিছের এলম উচ্চধরণের এলম, উদ্দেশ্য নহে, বরং কোরআনের এলম এতটুকু যথেষ্ট হইবে যে, তফছিরে মাদারেক কিম্বা জালালাএন কোন আলেমের নিকট ভালরূপে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। হাদিছের এলম এতটুকু যে' মেশকাত শরিফ ভালরূপে পাঠ করিয়া থাকে, কিন্তু যদি এক ব্যক্তি বহু জামানা পরহেজগার আলেমগণের সঙ্গলাভ করিয়া আদব শিক্ষা করিয়া থাকে, হালাল হারাম অনুসন্ধান করিয়া থাকে, কোরআণ ও হাদিছের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া থাকে, তবে ইহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

দ্বিতীয় শর্ত্ত এই যে, পরহেজগার হওয়া চাই। তৃতীয় শর্ত্ত এই যে, দুনইয়া-বিরাগী ও আখেরাতের রগবৎকারি হয়, জরুরী এবাদাতগুলি আদায় করিতে ও ছহিহ ছহিহ হাদিছে উল্লিখিত জেকরগুলি অজিফা করিতে ও আল্লাহতায়ালার দিকে মন রুজু করিতে অভ্যস্থ হইয়া পড়ে।

চতুর্থ শর্ত্ত এই যে, সৎকার্য্যে আদেশকারী, অসৎকার্য্যে

নিষেধকারী, স্বাধীনচেতা, মনুষ্যত্ববিশিষ্ট ও পূর্ণ জ্ঞানী হয়।

পঞ্চম শর্ত্ত এই যে, পীর দিগের সঙ্গলাভ করিয়া বহু জামানা আদব শিক্ষা করিয়া থাকে এবং তাহাদের নিকট হইতে বাতেনি নুর ও শান্তি লাভ করিয়া থাকে। তাহা কর্ত্তৃক কারামত প্রকাশিত হওয়া ও পেশা ত্যাগ করা জরুরী নহে, অল্প টাকা কড়িতে তুষ্ট হওয়া ও সন্দেহমূলক মালগুলি হইতে পরহেজকরা শর্ত্ত হওয়া প্রাচীনগণ হইতে উল্লিখিত হইয়াছে।"

উপরোক্ত বিবরণে প্রমাণিত হইল যে, যাহারা পীরিমুরিদী করিয়া থাকেন। তাহাদের পক্ষে পরহেজ্‌গার হওয়া ও সন্দেহমূলক অর্থ হইতে পরহেজ করা জরুরী। যাহার মধ্যে এই শর্ত্ত না পাওয়া যায়, সে ব্যক্তি পীর হওয়ার যোগ্য নহে।

সমাপ্ত

❖ কেতাব পাইবার ঠিকানা ❖

পীরজাদা মোহাম্মদ শরফুল আমিন

মাজেদিয়া লাইব্রেরী

সাং-মাওলানাবাগ ★ পোঃ-বসিরহাট ★ জেলা-উত্তর ২৪ পর

ফোন নং-২৬৮-০৮১, লোকাল-৯৫৩২১৭ এস.টি.ডি-০৩২

মোবাইল : ৯৪৩৪৩০০৯৫৭

এশিয়া মহাদেশের অন্যতম নক্ষত্র নায়েবে নবী, সামসুল ওলাম ইমামুল মুছান্নিফিন, সূলতানুল ওয়ায়েজিন, ফখরুল মোহাদ্দেছি শায়েখে তরিকত, মুহিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বেদয়াত, মুবাহিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, ওলিয়ে কামিল, শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা রুহল আমিন (রহঃ)-এর ওফাৎ স্মরণে-

বশিরহাট মাওলানাবাগে

মহান ঈছালে ছওয়াব মাহফিল

প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নির্দ্ধারিত তারিখ ১৩/১৪/১৫ই ফাল্গু

❁ আপনাদের সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি ❁

❖ পথ নির্দেশ ❖

বাসযোগে :— কলিকাতা ধর্মতলা হইতে বশিরহাট, টা হাসনাবাদ, চৈতলঘাট ও ন্যাজাট গামী এক্সপ্রেস/ডিলাক্স বাস যো এবং শ্যামবাজার হইতে ডি.এন-১৮ বাসযোগে বশিরহাট নামি পীর ছাহেবের বাড়ী (শোনপুকুর ধার)।

ট্রেনযোগে :— শিয়ালদহ হইতে হাসনাবাদ গামী ট্রে বশিরহাট রেল ষ্টেশনে নামিয়া পীর ছাহেবের বাড়ী।